www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

আগামী সপ্তাহের আকর্ষণ

অনাম্রাত ভুটান

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২১ কার্তিক – ২৭ কার্তিক, ১৪২১ ঃ ৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.3, 8 November - 14 November, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

কপিলকৃষ্ণের মৃত্যু ঘিরে সন্দেহের দাবানল ছড়াচ্ছে মতুয়া মহলে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বনগাঁর সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। এই তৃণমূল সাংসদের বয়স মৃত্যুকালে ৭৪ বছর হলেও মৃত্যুটা তাঁর আকস্মিকভাবেই হয় বলে মতুয়াদেরই একটা অংশ মনে করেছে। তাঁর এহেন আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মতুয়াদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এমনিতেই বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঠাকুরনগর মতুয়া সংঘের তৎকালীন সম্পাদক কেডি বিশ্বাস বিজেপিতে যোগদান করেন। এর ফলে কেডি বিশ্বাসের অনুগামীরাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এতে মতুয়া সংঘের তৃণমূল ভোটব্যাঙ্কে বি জে পির কিছুটা থাবা পড়লেও তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে কপিলকৃষ্ণের জয়লাভে কোনও অসুবিধা হয়নি। তার কারণ ব্যক্তি কপিলকৃষ্ণ সম্পর্কে মতুয়াদের মধ্যে বরাবরই একটা উচ্চ ধারণা ছিল। সাংসদ হবার আগে থেকেই কপিলকৃষ্ণ মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি ছিলেন। দেশের কয়েক লক্ষ মতুয়াভক্তদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'বড়বাবু' হিসেবে। তাই তাঁর প্রায় আচমকা মৃত্যুকে ঘিরে মতুয়াদের মধ্যে দেখা দিয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

গত ১৩ অক্টোবর ফুসফুসের সমস্যাজনিত রোগে দুপুর বারোটা নাগাদ প্রয়াত হন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। কপিলকৃষ্ণের মৃত্যুর খবরে কয়েক লক্ষ মতুয়া ভক্ত শোকার্ত হন। এর পাশাপাশি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নানা প্রশ্ন মতুয়াভক্তদের মধ্যে উঠেছিল। প্রথমত নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরেই কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরকে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য ঠাকুরনগরেরই একজন হাতুড়ে চিকিৎসক কপিলকৃষ্ণকে নানারকম ওষুধ-ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন।

নির্বাচনে জিতে শপথ গ্রহণের পরেই ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত হন তিনি। কেন, কি কারণে কারা তাঁকে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সম্প্রতি বালিগঞ্জে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে থাকতেন। ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল? তৃতীয় প্রশ্ন, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সাংসদ কপিলকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ও প্রাণোচ্ছ্বলভাবে ঠাকুরনগরে মতুয়াভক্তদের সঙ্গে এক বৈঠক করতে দেখা যায়। তারপর ফের তিনি কিভাবে হঠাৎ এত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন? একদিকে মতুয়াদের কাছে কপিলকৃষ্ণ ছিলেন প্রাণপুরুষ। এছাড়া তাঁর ভাই মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর রাজ্যের মন্ত্রী। তাহলে কেন তাঁর ভাই বড়মার পরে মতুয়াভক্তরা যাঁকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করেন, তাঁকে চিকিৎসা করানোর কোনও সুযোগ পেলেন না? চতুর্থ প্রশ্ন, ১৩ অক্টোবর সকাল থেকেই কপিলকৃষ্ণ অসুস্থ বোধ করেন। সে সময় তিনি বালিগঞ্জের ওই ব্যক্তির বাড়িতেই ছিলেন। এছাড়া সাংসদের তো নিজস্ব গাড়ি ছিল। তবে কেন তাঁকে সকালেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল না? তাহলে তো চিকিৎসকরা তাঁকে চিকিৎসা করার সুযোগ পেতেন। তাহলে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মাত্র ৩৪ মিনিটের মধ্যেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করতে হত না? তবে এই ঘোর সঙ্কটে মতুয়া মহাসঙ্ঘকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও তার পুত্র সুব্রত ঠাকুর বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে দাবি করা হয়েছে।

তবে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণের মৃত্যুতে মতুয়া ভক্তরা কার্যতঃ প্রায় অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়েছেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল। মতুয়া মহাসঙ্ঘের নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির অন্দরে পারিবারিক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে বলে মতুয়াদের একাংশের অভিমত। এমনকি কপিলকৃষ্ণের মৃত্যুর পর মতুয়া সঙ্ঘাধিপতি নির্বাচন নিয়ে মতুয়ারাও প্রায় দ্বিধাবিভক্ত বলেও এইঅবশ মনে করে। কপিলকৃষ্ণের স্ত্রী মমতা ঠাকুরের পক্ষ থেকে ৪-৫ নভেম্বর কমিটি গঠন করা হবে বলে যেমন একদিকে প্রচার করা হয়েছিল, তেমন অন্যদিকে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র সুব্রত ঠাকুরের পক্ষ থেকে ৬ নভেম্বর কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। কপিলকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে নতুন কমিটি গঠন সহ সঙ্ঘাধিপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, যেমন ঠাকুরবাড়ির পরিবারের অভ্যন্তরে প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের পরিবার ও মঞ্জুলকৃষ্ণের পরিবার বিবাদমান, তেমনই দেশের কয়েকলক্ষ মতুয়া ভক্তরাও রীতিমত বিভ্রান্ত বলে মতুয়াদের একাংশের অভিমত।

অঙ্কুরে বিনাশ করা হোক সিন্ডিকেটরাজ

দলের অন্য আরাবুলদের উপরও নজর দিন

ওঁকার মিত্র

চম্পাহাটি থেকে কলকাতা ফিরতে হবে। রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ রওনা হলাম। গাড়ি অন্ধকার পথে ভুল করে ভাঙড়ের দিকে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে বোঝা গেল অন্য অপরিচিত রাস্তা। পাশে একটা চায়ের দোকানে পথের সন্ধান জানতে চাইলে দোকানি চমকে উঠলেন– আপনারা এসময় এখানে ঢুকে পড়েছেন সর্বনাশ! ফিরে অন্য রাস্তা দিয়ে যান। অগত্যা তাই করতে হল। এটা বছর সাতেক আগের কথা। তখন রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন। এরপর বছর খানেক আগে আলিপুর বার্তার এক কর্মী ভাঙড় ব্লক অফিসে কাজে গিয়েছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ পত্রিকা দপ্তরে জানালেন – কাজ এখনও হয়নি। এখানকার লোকজন বলছেন এরপর আর এখানে থাকবেন না, সন্ধ্যা হয়ে গেলে রিস্ক হয়ে যাবে। কি করব? দপ্তর থেকে বলা হল – কাজ পরে হবে। আপনারা এখনই ফিরে আসুন। পরিবর্তনের পরে এখন তৃণমূলের শাসন।

এই দুটি আমলের দুটি দিন প্রমাণ করে ভাঙড় মোটেই বদলায় নি। আতঙ্ক ভাঙড়ের চিরকালীন সঙ্গী। শুধু একই মুখের রঙ বদল। যাদের নিয়ে পতাকার রং বদল হল তারা একসময় ছিল ওধারে। ভাঙড়ের নায়ক তারাই। এরাই আছেন, ছিলেন, থাকবেন। তাই আরাবুল-জাহাঙ্গিরদের বহিস্কার রাজনীতির এক অতি পরিচিত 'মাদারি কা খেল'। হেলদোল হবে না ভাঙড়ের। আজ আরাবুল ক্ষমা চাইছেন। ক্ষমা না পেলে অবজ্ঞা করবেন। কারণ সে জানে আমৃত্যু ভাঙড়ের রাজত্ব তারই হাতে থাকবে। এটা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছে তা অর্থহীন। কয়েকদিন বাদে একঘেয়ে হয়ে গেলে সব স্তিমিত হয়ে যাবে।

ভাঙড়ের পরিপ্রেক্ষিতে বরং দুটি মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। গত ২৯ অক্টোবর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আরাবুল বহিষ্কার প্রসঙ্গে বলেছেন দল সঠিক কাজ করেছে। দল তদন্ত করছে। এরকম আরো কেউ থাকলে দল তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, ব্যক্তির চেয়ে দল বড় এটা অনেকে ভুলে যান। নিজেকে দলের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেন। যে এই ভুল করবে তাকেই শাস্তি পেতে হবে। এই দুটি মন্তব্যই এখন তৃণমূলের থিম সং হওয়া উচিত। আজ যাদের দলের সম্পদ বলে মনে হচ্ছে তারা কি সত্যিই সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত? দল বললে তারা কি তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি ত্যাগ করতে তৈরি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগ, তিতিক্ষার ফল যারা চেটেপুটে খাচ্ছেন তাদের সম্পত্তি দিনের পর দিন বাড়ছে না কমছে। এলাকায় তাদের সম্পর্কে ধারণা কি, তারা কি মানুষকে চমকাচ্ছেন, না তাদের বিপদ আপদে পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তারা কি প্রমোটারি সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত? এমন বহু প্রশ্ন এখন ভিড় করা উচিত যারা তৃণমূল দলটাকে প্রকৃত ভালবাসেন। মুখে মমতা মমতা করব আর মমতার জীবনযাপনের ধারপাশ দিয়ে যাব না এমন নেতা নেত্রীদের অবিলম্বে না তাড়ালে দলের স্থায়িত্ব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে এসব নেতা নেত্রীরা না থাকলে, তাদের ঠাট-বাট না থাকলে, তারা প্রমোটারি-সিন্ডিকেটের পান্ডা না হলে দলের তহবিল ভরাবে কে? দল চালাতে খরচ কম নয়। এ ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল। দলের তহবিল ভরাবে জনগণ। প্রতিমাসে প্রত্যেকের একটাকা করে দিলে কোটি কোটি টাকা উঠবে। এভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থ যুগিয়েছিলেন দেশবাসী। এভাবেই গড়ে উঠেছিল নেতাজির আজাদ হিন্দ তহবিল। এসব তহবিল ইতিহাসের গর্ব। স্বাধীনতার পর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল মানুষের কাছে অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। দেশবাসী বিশ্বাস করে এসব তহবিল পাপের অর্থে পূর্ণ। ক্ষমতায় আসার পর তহবিল বেড়েছে, শ্রদ্ধা কমেছে। অতএব শুধু তহবিল ভরাবার প্রতিভাধরদের দিয়ে দল চালাবার ভাবনা সর্বনাশের আর এক নাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখনই তার সঙ্গীসাথীদের কথা ভাবতে হবে। এলাকায় এলাকায় এদের উপর নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দূরঅস্ত।

দুষ্কৃতীদের হামলায় বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাসন্তী। বুধবার রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে ৪টি বাড়ি ভাঙচুর এবং ১টি বাড়ি অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার কলাহাজরা গ্রামে। স্থানীয় ও রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে কলাহাজরা গ্রামের বাসিন্দা মইনুদ্দিন মোল্লার সঙ্গে পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ চলছিল। এ দিন রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী হঠাৎ-ই চড়াও হয়ে মইনুদ্দিনের বাড়ি সহ আরো ৩টি ভাঙচুর করে মইনুদ্দিনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখে ছুটে আসে। গ্রামবাসীর সহযোগিতায় কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তারা বিষয়টি বাসন্তী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় পুলিশ ১জনকে আটক করে। বিজেপি জেলা সভাপতি (পূর্ব) দেবতোষ আচার্য বলেন মইনুদ্দিন মোল্লা বিজেপি কর্মী। লোকসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করে।

সে বিজেপি-র হয়ে সংগঠনের কাজ করছিল। বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূলের আশ্রিত ৪ থেকে ৫ জন দুষ্কৃতী হামলা চালায় পরিকল্পিতভাবে। দুষ্কৃতীরা ৪টি বাড়ি ভাঙচুর করে মইনুদ্দিনের বাড়ি অগ্নিসংযোগ ঘটায়। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বাসন্তী ব্লক সভাপতি তৃণমূলের মান্নান শেখ্ বলেন সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছে বি.জে.পি। এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোন যোগ নেই। খবর নিয়ে দেখা গেছে জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে আর এসপি সিপিএমের নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আসলে নির্বাচনে মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে ভোটের মাধ্যমে। পুলিশ জানান দুষ্কৃতীদের হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ১ জনকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পর্যটন দফতর গঙ্গাসাগর মেলাকে বিপণনযোগ্য করছেনা কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দঃ ২৪ পরগনা জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলা প্রায় আগত। আগামি জানুয়ারি মাসে মকর সংক্রান্তির দিন সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন বেলাভূমি লক্ষ লক্ষ পূর্ণার্থীর আগমনে জমজমাট হয়ে উঠবে। প্রতি বছর এই সময় সারা ভারতবর্ষ এমনকি বিদেশ থেকেও মানুষজন এখানে ভিড় জমান। ইতিমধ্যে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার সাগর দ্বীপে এলেও বাম জমানার সরকারের পর্যটন দফতর একে কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই খবর আলিপুর বার্তায় আমরাই প্রথম লিখি। তৎকালীন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা সে সময় বলেছিলেন আমরা ক্ষমতায় এলে পর্যটন দফতরকে এই মেলায় অন্তর্ভুক্ত করব। রাজ্যে ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর বঙ্কিমবাবু এখন বিধায়ক তথা সাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। প্রসঙ্গত, আগের থেকে সাগরদ্বীপ তথা কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন বেলাভূমি এখন ঝাঁ চকচকে হয়েছে। সাগরের মূল ভূ-খণ্ডে চিরাচরিত বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে।

মন্দির নতুন রূপে সেজে উঠেছে। স্নান করতে যাওয়ার রাস্তায়ও ঢালাই হয়েছে। শহরের মতন ত্রিফলা আলোকস্তম্ভ বসেছে। পর্যটন দফতর থেকে বসার সিট করে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো ভালো উদ্যোগ।

মেলার সময় যদি পর্যটন দফতর স্টল করে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নানা পর্যটন কেন্দ্রের ছবি সহ লিফলেট বিলি করে, তাহলে আগামী দিনে মেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভিনরাজ্যের মানুষদের আগমন বাড়বে। বিশেষ করে সুন্দরবন, বকখালি, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার, সাগরদ্বীপের নানা দর্শনীয় স্থানের বিবরণ, থাকার ঠিকানা সহ পরিসংখ্যান দিলে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের আগ্রহ বাড়বে। সেইসঙ্গে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের গাইডের প্রশিক্ষণ দিলে, তাদেরও কর্মসংস্থান হবে। আগামীদিনে পর্যটনকে কেন্দ্র করে জেলার আর্থিক পরিকাঠামোরও ব্যাপক উন্নতি সম্ভব।

অনুপ্রবেশ নিয়ে সোচ্চার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

পার্থসারথি গুহ

বাংলাদেশ থেকে যে সব হিন্দুদের এ দেশে চলে আসতে হয়েছে তারা শরনার্থী। অপরদিকে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিয়ত ওপার বাংলা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এ বাংলা তথা ভারতে আসছে তাদের অনুপ্রবেশকারী বলে আরও একবার চিহ্নিত করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আগামি শনিবার, ২০ ডিসেম্বর কলকাতার শহিদ মিনারে সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেই উপলক্ষে ৫ নভেম্বর, ২০১৪-তে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই নিজেদের মতাদর্শ তুলে ধরলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় কর্মাধ্যক্ষ প্রবীণ তোগারিয়া। এদেশে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশদ্বার হিসাবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অসম এবং ঝাড়খন্ড নিয়েও সরকারকে সতর্ক করেন তিনি। অনুপ্রবেশকে জাতীয় সমস্যা বলে অভিহিত করে তোগারিয়ার মন্তব্য এ নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করা ঠিক নয়। যদিও অনুপ্রবেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম এবং ঝাড়খন্ডের নাম উল্লেখ করে তিনি খানিকটা এ রাজ্যের সরকারকে স্বস্তি দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অনুপ্রবেশকারী হঠাও ইস্যুকে আন্দোলনে পর্যবসিত করতে চান বলেও মন্তব্য করেন পরিষদ সভাপতি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাফ বক্তব্য অনুপ্রবেশকারীদের চাপে এ দেশে বেকারি সংখ্যা আরও বাড়ছে। অবিলম্বে এই অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত পার করে দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি। কলকাতা ছাড়াও দিল্লি এবং মুম্বাইতেও ময়লা কুড়ানির দল হিসাবে যারা মূলত কাজ করে তারা বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী বলে অভিযোগ করেন তোগারিয়া। এব্যাপারে সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। একইভাবে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে রাজ্য এবং কেন্দ্রকে হাত ধরাধরি কাজ করার পরামর্শও দেন এই বর্ষীয়ান হিন্দু নেতা। সারা দেশে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমের সংখ্যা ৩ কোটি বলে জানান প্রবীণ তোগারিয়া। এর মধ্যে বাংলাদেশের পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

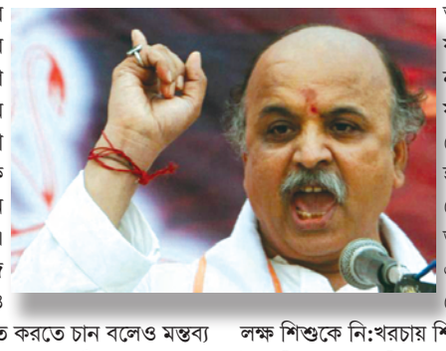

এও জানান, যে সব হিন্দু শরনার্থীকে এদেশে পালিয়ে আসতে হচ্ছে তাদের অবিলম্বে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান তিনটি এজেন্ডা তুলে ধরেন এই বরিষ্ঠ নেতা। এর মধ্যে গোহত্যা বন্ধ করা, ধর্মান্তরিতকরণ রোখা এবং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়। তবে জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেখানকার ৩৭০ ধারা বিলোপ করা নিয়ে এদিন আর নতুন করে আলোকপাত করতে দেখা যায়নি তোগারিয়াকে। পরে অবশ্য তিনি জানান এটি তাদের চিরকালীন ইস্যু। এই যাবতীয় ইস্যুকে সামনে রেখে এবং ভারতে হিন্দুদের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং সম্মান বজায় রাখতে বেশ কিছু কর্মসূচীর কথাও ঘোষণা করা হয়। যার অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যেই দেশের ৯৬০টি জায়গায় ১ লক্ষ মানুষ রক্তদান করেছে বলে জানান তিনি। আগামী দিনে রক্তের অভাবে যাতে দেশবাসীকে সমস্যায় না পড়তে হয় সেজন্য 'ব্লাড ফর ইন্ডিয়া' নামের একটি মোবাইল অ্যাপসের উদ্বোধন হয়েছে বলেও সম্মেলন থেকে জানানো হয়। ভারতের তথা হিন্দুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রোজগারের লক্ষ্যে দেশের এক লক্ষ গ্রামে ৫০ লক্ষ শিশুকে নি:খরচায় শিক্ষা প্রদান, সুলভে চিকিৎসা ইত্যাদির কথাও এদিন তুলে ধরা হয়।

চিনের বিপদ সম্পর্কেও এদিন যথেষ্ট সরব ছিলেন তোগারিয়া। তাঁর কথায় চিনের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের চাপে এদেশের লৌহ ইস্পাত শিল্প খারাপ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। যা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদিও অন্য দেশ থেকে (পড়ুন চিন) পণ্যদ্রব্য না এনে দেশীয় নির্মানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পাকিস্তান, চিন এবং অন্যান্য যে সব প্রতিবেশি দেশ ভারতকে বৈরিতার চোখে দেখে তাদেরও সতর্ক করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। হিন্দুদের সংগঠতিত করতে আগামী ২১-২৩ নভেম্বর, ২০১৪ দিল্লিতে বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান প্রবীণ তোগারিয়া।

বিজেপি ও সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কুনাল মালিক

পৈলান : উন্নয়নের খতিয়ান, আরও জনমুখী কর্মসূচির ঢালাও প্রতিশ্রুতি এবং বিজেপি ও সংবাদমাধ্যমকে তীব্র কটাক্ষ করে পৈলানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনের

প্রচারে ঢেউ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, তিনি ত্যাগের আদর্শে বিশ্বাসী । তৃণমূল মানে সম্প্রীতি। এক জাতি এক প্রাণ। চৌত্রিশ বছর সিপিএমের হয়ে বিজেপি কাজ করতো। এখন ভারতবর্ষের ক্ষমতায় বিজেপি। সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী নিয়ে বিজেপি এখন এ রাজ্যে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। ভাগাভাগি ও দাঙ্গা এ রাজ্যে করতে দেব না। সংবাদ মাধ্যমকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কিছু চ্যানেল আছে যারা শুধু কুৎসা করছে। ভালো কাজ চোখে দেখতে পায়না। সমাজের কিছু 'উচ্ছিষ্ট' লোককে বসিয়ে আমাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আমি সমালোচনায় ভয় পাই না। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা চাই। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনাদের কিছু করার নেই। কারণ আপনারা চাকরি করেন। সংবাদমাধ্যমের মালিকরা এসব করাচ্ছে। কিছু সংবাদ মাধ্যম বিজেপির কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। তিনি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলেন সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে বাংলায়। একশো দিনের কাজে আমরা প্রথম হয়েছি। চিকিৎসা পরিষেবায় বাংলা সবার উপরে। পিজি ও বাঙুরকে দেখলে এখন অনেকেই চিনতে পারবেন না। জেলায় জেলায় মালটি সুপার হসপিটাল হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে । প্রতিটি হাসপাতালের সমস্ত বেড ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান সর্বত্র করা হচ্ছে। সারদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন সারদার টাকা তৃণমূলের কেউ নেয়নি। কিছু সংবাদ মাধ্যম আমাদের নেতাদের চোর বানাচ্ছেন। তিনি বলেন রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর বাম আমলের ঋণ করা অর্থের সুদ হিসাবে কোটি কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে। সিপিএম-এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাদের।তিনি প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম না করে বলেন, উচ্ছিষ্ট নেতারা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। হিন্দুত্ব শেখাচ্ছেন। আমি মানবিকতায় বিশ্বাস করি। টেররিস্টকে সমর্থন করি না। টেররিস্ট-এর কোন জাত হয় না। একজন খারাপ কাজ করেছে বলে ওই সম্প্রদায়ের সকলে খারাপ হয় না। মিরজাফরের মতো যেমন বিশ্বাসঘাতক ছিল তেমনই নেতাজির অনুচর ছিলেন দেশভক্ত শাহ নওয়াজ খান। তিনি বিজেপিকে প্রতিহত করতে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বলেন, পাড়ায় পাড়ায় দুর্গা বাহিনী, টাইগার ফোর্স, হিন্দু সংহতি নানা কর্মসূচি করছে। সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। খারাপ কিছু দেখলে লোকাল পুলিশকে জানান। তিনি দলীয় নেতা নেত্রীদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন সময় কম, তাড়াতাড়ি কাজ করুন। আমি সব জায়গার খবর রাখি। খারাপ কিছু দেখলেই দল ব্যবস্থা নেবে। নতুন ছেলেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রবীণ নেতাদের পরামর্শ দেন মমতা।

নয়া মাইলস্টোনের পথে আগুয়ান ভারতীয় শেয়ার বাজারের মানচিত্র

বিশ্ব জুড়ে রমরমা হালচাল

শুদ্ধাশিস গুহ

গত সপ্তাহেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। যে ভারতীয় শেয়ার বাজার ফের ভোল পালটে বুল তথা ক্রেতাদের হাতে চলে গিয়েছে। সেই ভবিষ্যত সত্যি করে গত সপ্তাহে প্রায় রকেটের গতিতে বাড়ল বাজার। শুধু ভারতীয় বাজার একা নয়, এই উত্থানের পার্টিতে সামিল হল তামাম বিশ্ব। যার অন্যতম অংশীদার অবশ্যই ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর বা এস অ্যান্ড পি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্স যেমন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে নবতম মাইলস্টোন গড়েছে তেমনই আমেরিকার সূচক নয়া গিরিশৃঙ্গকে ছুঁয়ে ফেলল। একই উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা গিয়েছে জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের ইনডেক্সের ক্ষেত্রেও। এখন পর্যন্ত যা খবর এই মেজাজ বজায় থাকবে আগামী বেশ কিছুদিন। অন্তত সামনের দুই মাসে বাজারে তেজি ভাব লক্ষ্য করা যাবে বলেই অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুদিন আগের কয়েকটি আশঙ্কা প্রায় ভূপতিত হয়ে পড়ল। এই তো সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। ক্রমাগত নিচের দিকে আসতে শুরু করেছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। থুরি শুধু ভারতের বাজার নয়। গোটা বিশ্বের আর্থিক বাজারেই তখন টলমল অবস্থা। যা সঞ্চারিত হয়েছে অক্টোবর মাসের মাঝের দিক পর্যন্ত। ডাও জোন্স ১৫,৮৫০ এর অভিমুখে নেমে এসেছিল একদিন। তথৈবচ অবস্থা ন্যাসড্যাক এবং এস অ্যান্ড পি'র ও। ভারতীয় শেয়ার বাজার পড়ছিল ঠিকই কিন্তু বিশ্ব বাজারের সঙ্গে অতটা সঙ্গত করে নয়। বরং আগের ৭৮০০ নিচুটাকে সামান্য ভেঙেছিল নিফটি এবং সেনসেক্স। এরপর থেকেই ছবিটা বদলাতে শুরু করল। আমেরিকার বাজার ৪৫০ পয়েন্ট পড়ে গিয়েও অনেকটা রিকভার করল। সেদিন থেকেই গুমোট আবহটা পালটে যেতে লাগল। আমেরিকায় একের পর এক খারাপ খবর আসছিল সেসময়। কোন এক জাদুকাঠিতে তা বদলে গিয়ে আবার নব উচ্চতার সোপান গড়া শুরু হল। ভালো মনে আছে অক্টোবরের মাঝামাঝি বা বলা যেতে পারে তৃতীয় সপ্তাহের মুখে ডাও এবং ন্যাসড্যাকের সেই রক্তপাত (স্ক্রিন জুড়ে লাল রং) দেখে কিছু বেয়ার বা বেচুবাবু (বেচে খেলতে ভালোবাসেন) বলতে শুরু করেন, ' এই কি দেখছেন, এখনও আরও অনেক রসাতল চোখে পড়বে। শঙ্কায় শিহরিত হতে হয়েছিল সেদিন। বিশেষ করে বাজারে যারা নিয়মিত ট্রেড করেন বা লগ্নি করে বসে আছেন তাদের কেউ কেউ নতুন করে মন্দা বা রিসেশনের গন্ধ পেতেও শুরু করেন। ভারতীয় বাজার সম্পর্কেও কেউ কেউ আভাস দেন যে নিফটি নেমে যেতে পারে ৭৩০০ কিংবা আরও নিচে। এ দেশের বাজার যতই ভালো হোক বা আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত হোক না কেন, বিশ্ব বাজারে আগুন লাগলে এখানকার বাজার তো আর উৎসবের বেহালা বাজাতে পারে না। তাই খারাপ কথাটাই সামনে আসছিল বারংবার। মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই ভয়ংকর খারাপ দিনের কথা। বস্তুত এই ভয়ে তো অনেকের আত্মারাম খাঁচা হতে বসেছিল। আসলে বাজারে ভালো সময়ের থেকে বিগত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এতটাই খারাপ মার্কেট

অর্থনীতি

দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাতে কুডাক মনে ডাকতে বাধ্য ছিল এই প্রেক্ষাপটে। সবচেয়ে বড় যে সন্দেহটা লগ্নিকারিদের ভীত করে তুলেছিল তা হল এদেশে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা বোধহয় এবার তুলে নেওয়া শুরু হবে। কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংস্থাগুলি যতই কেনাকাটা করুক না কেন বিদেশিরা বেচতে শুরু করলে বাজার সামলে রাখা অত্যন্ত কঠিন। এই ভয়টাই তারিয়ে বেড়াচ্ছিল শেয়ার ব্যবসায়ীদের। বড় ব্রোকিং হাউজগুলিতেও এই ফিসফাস চালু হয়েছিল যে বুল মার্কেটের চাঁদনি কি মাত্র এই কদিনের জন্য। যদিও সমালোচকদের থোতা মুখ ভোতা করে মার্কিন দেশের ফেড ঘোষণা করল যে এখনই তারা সুদের হার বাড়াবে না। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছিল তা তুলে নিলেও সুদ না বাড়ানোর ফেডের সিদ্ধান্ত মোড় ঘোরাতে শুরু করে বাজারের। যার সঙ্গে সঙ্গত করে জাপানের শীর্ষ ব্যাঙ্ক জোগানের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বাড়ানোর ঘটনা। যা বিশ্ব আর্থিক বাজারের হাল পালটে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিপূরক হয়ে উঠল। আসলে আমেরিকার ফেড ত্রাণ বন্ধ করে দেওয়ায় যে আথিক উপাদান বাজার থেকে সরে যেত তা আবার ফিরে এল জাপানের মাধ্যমে। এই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই উৎফুল্ল হল গোটা বিশ্ব। যার ঝলক শুরু হল এখানকার দেওয়ালি পর্ব বা মুহুরৎ ট্রেডিংয়ের প্রাক লগ্ন থেকেই। এই বুল রানের সময়

ভারতীয় বাজার যেন খ্যাপা ষাঁড় হয়ে উঠেছে। আসলে এদেশে যবে থেকে মোদি রাজ শুরু হয়েছে তখন থেকেই সমীকরণ বদলে যেতে শুরু করেছে। নয়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমনিতেই সুনিশ্চিত করেছে সরকারের স্থায়িত্ব। তার ওপর আবার যোগ হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কার গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এর পর আবার হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিজেপির অভূতপূর্ব ফলাফল এই লগ্নির গতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বা জিডিপি'র হালও সন্তুষ্ট করছে বিদেশি বিনিয়োগকারি বা এফআইআইদের। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতীয় আর্থিক বাজার যে সেরা গন্তব্য তাও মানছেন অনেকেই। ফলে প্রেক্ষাপট এখন সাজানো–গোছানো। এখন এখানে উন্নয়নের ফসল গড়ে তুলতে হবে। যা আগামী চার–পাঁচ বছর স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। তবে এই মহা তেজি বাজারেও কিন্তু কিন্তু মাঝেমধ্যে অবসাদের চিত্রনাট্য তৈরি হবে। তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে বরং সংশোধনী বা কারেকশনকে কাজে লাগিয়ে পছন্দের স্টক কিনে ফেলতে হবে। বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষজ্ঞ তথা বিনিয়োগকারী রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা তো দাবি করেছেন বুল মার্কেটের আসল রূপ এখনও দেখতে পায়নি দেশবাসী। তিনি রসিকতা করে এখনকার উত্থানকে ট্রেলার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ' পিকচার আভি বাকি হ্যায়।' সত্যি হয়তো দেশের আর্থিক বাজারে পিকচার এখনও অনেক দূর যাবে। ৮৩০০ র ওপরে থাকা নিফটি অচিরেই ৮৫০০ ছুঁয়ে ফেলবে বলে এই অংশের মত। তবে তারপর কিছুদিন হয়তো কনসোলিডেট করতে দেখা যেতে পারে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্সকে। অদূর ভবিষ্যতের টার্গেট হিসেবে কেউ কেউ দাবি করছেন সেনসেক্স ৫০ হাজার পর্যন্ত যেতে পারে। এবং নিফটির ১৫–১৬ হাজারির পথও প্রশস্ত হবে তখন।

হাস্যরসে বাঙালি

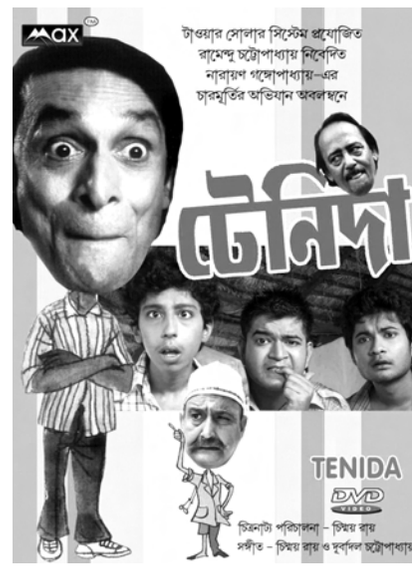

ট্র্যাডিশনাল এদেশীয় বা ঘটি ঘরানার। তাঁর উচ্চারণ থেকে বাচনভঙ্গী, অভিব্যক্তি সবকিছুতেই সেই ছাপ স্পষ্ট। যুগের ধারার সহ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা সিনেমায় একের পর এক হাস্যরসিকের আবির্ভাব ঘটেছে। গোপাল ভাঁড় যেভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার মাতিয়ে রাখতেন, বাংলা সিনেমাকে হাস্যরসে প্রবাহিত করে রেখেছেন রবি ঘোষ, জহর রায়, অনুপ কুমার, চিন্ময় রায় থেকে আজকের শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক মায় খরাজ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। ছবির নাম করতে গেলে তা দু'কামরার ফ্ল্যাটের অল্প পরিসরে একেবারে বেমানান। তাও ফ্ল্যাশ ব্যাকে সেই ছবিগুলির কথা চিন্তা করলে আজও হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়।

কোনটা ছেড়ে কোনটা বাদ দেব। তার থেকে কোনও নাম না নিয়ে এই হাস্যমুখর ছবিগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করাটাই সমীচিন হবে। ভানু, জহর, রবি ঘোষদের ঐতিহ্য পরবর্তীকালে অনেকটাই মেলে ধরেছেন চিন্ময় রায়। বসন্ত বিলাপ ছবিতে হাড় জিরজিরে চেহারার সেই চিনুদা এখন ভুঁড়ির বহরে মাড়োয়ারিদেরও টেক্কা দেন। তিনি বাংলার কমেডি ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী। তাঁর বয়ানে ফুটে উঠেছে এই ধরনের ইতিবাচকতার কথাকলি।

লাফিং ক্লাবের জমানাতেও বাঙালি কিন্তু হাসতে ভোলেনি। হেঁসেলের চাপ সামলে, বিশ্বায়নের গতি আগলে বাংলা ছবিতে বারবার ফিরে এসেছে হাস্যরস। যা সাধারণ বাঙালির মননশীলতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাংলা ছবিতে যেসব চরিত্র কমেডিয়ান হিসেবে তুলে ধরা হয় তা কিন্তু আমাদের আশেপাশের বাতাবরণ থেকেই তুলে ধরা। এর মধ্যে একটু ফিরে দেখলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসী চক্রবর্তীর চরিত্র দুটি প্রথমেই মনে আসে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সিনেমার জগতে প্রবাদপ্রতীম হাস্যরসিক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁর বঙ্গদেশীয় ডায়লগ সেইসময় সিনেমা জগতে একটা মাইলস্টোন তৈরি করেছিল।

এখানকার বাঙালিদের ভাষার সঙ্গে বাঙালদের তারতম্য খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতেন তিনি। তুলসী চক্রবর্তী ছিলেন

ভ্রম সংশোধন

গত ১১–১৭ অক্টোবরের ৪৯ সংখ্যার ছ'য়ের পাতায় 'পুজো নয় থিম পুজো দেখার আনন্দে মাতলো শহরবাসী' সংবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে'র (বেহালা) তথ্যটি অজ্ঞতাবশতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে'র (বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস) 'প্রিন্ট পার্টনার' হবে। এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।

কর্মখালি

● পূর্ব ও দক্ষিণ–পূর্ব রেলের গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড কবে ছাড়া হবে? না পেলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

● অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া হয়েছে। পূর্ব রেলের বেলায় ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে এইসব তারিখে – ২ নভেম্বরের পরীক্ষার জন্য ডুপ্লিকেট কল লেটার ও সংশোধনের তারিখ ২৮,৩০, ৩১ অক্টোবর। ৯ নভেম্বরের পরীক্ষার জন্য ডুপ্লিকেট কল লেটার ও সংশোধনের তারিখ ১২, ১৩,১৪ নভেম্বর। ১৬ নভেম্বরের পরীক্ষার জন্য ডুপ্লিকেট কল লেটার ও সংশোধনের তারিখ ১৯,২০,২১ নভেম্বর। ৩০ নভেম্বরের পরীক্ষার জন্য ডুপ্লিকেট কল লেটার ও সংশোধনের তারিখ ২৬, ২৭, ২৮ নভেম্বর। ঠিকানা : রেওওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে, ৫৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা–১২। দক্ষিণ–পূর্ব রেলের বেলায় কবে থেকে ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে তা জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.rrcser.in.

● রেলের টিকিট কালেক্টর পদের নতুন বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে? কত শতাংশ নম্বর থাকা দরকার? পরীক্ষার প্রশ্ন কি বাংলায় হবে?

● মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধী হলে আর উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে মাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। দৃষ্টিশক্তি দরকার B–2 বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর তারিখ ঠিক হয়নি। পূর্ব রেল, দক্ষিণ–পূর্ব রেল ও উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলায় হবে।

● ভূগোলে অনার্স নিয়ে ডিগ্রি কোর্স করলে। রেলের কোন কোন পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

● গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা রেলের 'টিকিট এক্সামিনার/টিকিট কালেক্টর', 'কমার্শিয়াল ক্লার্ক', 'অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক', 'জুনিয়র ক্লার্ক', 'ট্রেন্স ক্লার্ক', অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, 'কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস', 'ট্রাফিক অ্যাপ্রেন্টিস', 'এনকোয়ারি কাম রিজার্ভেশন ক্লার্ক', 'গুডস গার্ড', 'জুনিয়র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট' ও 'সিনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদের জন্য যোগ্য।

● পূর্ব রেলের গ্রুপ–ডি পদের যে অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছি, তাতে ফটোর জায়গায় অন্য জনের ফটো ছাপা হয়েছে। এতে অসুবিধা হবে কি?

● হ্যাঁ, অসুবিধা হবে। এজন্য ওপরে দেওয়া তারিখে গিয়ে সংশোধন করিয়ে নিন।

● রেলের গ্রুপ–ডি পদের জন্য গত বছর অ্যাডমিট কার্ড পাইনি। এবছর অ্যাডমিট কার্ড না পেলে কোথায় যোগাযোগ করব? গ্রুপ ডি পদে শুরুতে মাইনে কত?

● এবার কবে থেকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে তা ওপরে দেওয়া হয়েছে। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ১৪,০০০ টাকার কাছাকাছি।

● পূর্ব রেলের গ্রুপ–ডি পদের জন্য দু'টি সেশনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে দু'টি অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছি। দু'টি স্কুলের যা দূরত্ব তাতে, একটি পরীক্ষা দিয়ে আরেকটি পরীক্ষাও দিতে পারব। দু'টি পরীক্ষা দিলে অসুবিধা হবে কি?

● দু'টি অ্যাডমিট কার্ড পেলেও যে কোনো একটি পরীক্ষা দিতে পারবেন। দু'টি পরীক্ষা দিলে দুটি উত্তরপত্রই বাতিল হয়ে যাবে।

বিমা সংস্থায় ৩২৩ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

গ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের

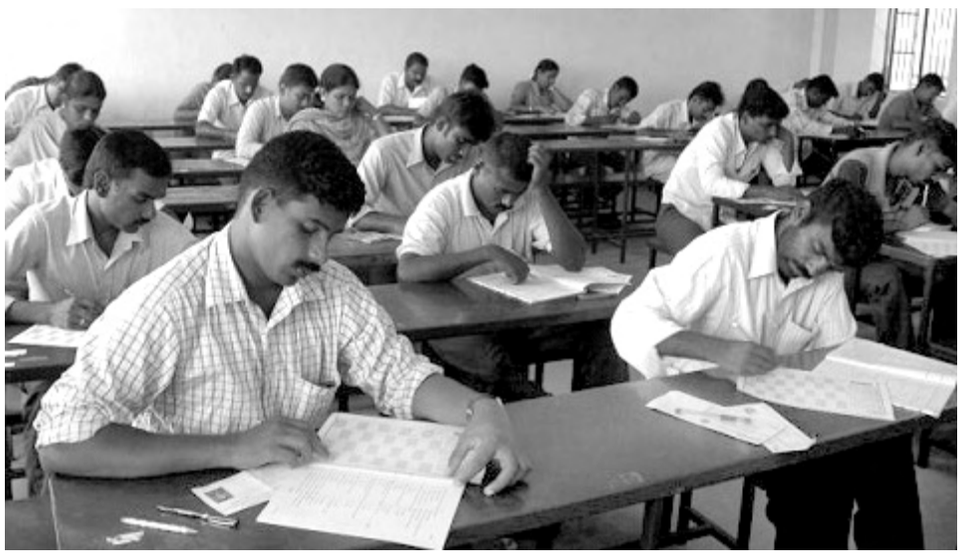

কাজের খবর

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (স্কেল–1)' পদে ৩২৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সিরিয়াল নং1 : ফিনান্স : এম.কম/বি.কম/ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে এম.বি.এ পাশ/চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি/কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৬০টি।

সিরিয়াল নং 2 : অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং : অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক) কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১০টি।

সিরিয়াল নং 3 : লিগ্যাল : আইন শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১০টি।

সিরিয়াল নং 9 : জেনারেলিস্ট : যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ২৪৩টি।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১০–২০১৪'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১০–১৯৮৪ থেকে ১–১০–১৯৯৩'এর মধ্যে। ও.বি.সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ১৭,২৪০–৩২,৬৪০ টাকা। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন, যা আরো ৬ মাস বাড়তে পারে। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ৩৭,০০০ টাকা। সব ক্ষেত্রে কম্পিউটারে জ্ঞান থাকতে হবে। মোট শূন্যপদের মধ্যে জেনাঃ ১৭০, ও.বি.সি. ৮৭, তঃ জাঃ ৪৫, তঃ উঃ জাঃ ২১, প্রতিবন্ধী ৭।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইনে স্ক্রীনিং হবে ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, গ্রেটার কলকাতা, বর্ধমান, আসানসোল, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, ডোমকল, দিসপুর, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোড়হাট, কামরুপ, কোকরাঝাড়, শিলচর, তেজপুর, বোকারো, ধানবাদ হাজারিবাগ, জামশেদপুর, রাঁচী, বালাসোর, বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, সম্বলপুর, খুরদা, বারিপদা, ঢেঙ্কানল, আন্দুল, রৌরকেলা, ত্রিপুরা। প্রথমে স্ক্রীনিং টেস্ট হবে। এই টেস্টে থাকবে এই ৩টি বিষয় : (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্টিটিউট – ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) রিজনিং এবিলিটি–৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সফল হলে জেনারেলিস্ট পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার 'মেন' পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৫টি বিষয়ে : (১) টেস্ট অফ রিজনিং – ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্টিটিউট – ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (স্পেশাল রেফারেন্স ফিনান্সিয়াল সেক্টর)–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার লিটারেসি – ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন।

স্পেশালিস্ট পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার ২ 'মেন' পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৫টি বিষয়ে : (১) টেস্ট অফ রিজনিং –৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্টিটিউট অ্যান্ড কম্পিউটার লিটারেসি ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (স্পেশাল রেফারেন্স ফিনান্সিয়াল সেক্টর) – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) টেকনিক্যাল ও পেশাগত জ্ঞান (সংশ্লিষ্ট শাখা) –৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন।

এছাড়া ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের একটি পেপারে ৩০ মিনিটের পরীক্ষায় ২টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা ও চিঠি লেখা। স্ক্রীনিং টেস্ট ও মেন পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। দুটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। 'মেন' পরীক্ষা ও ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পরীক্ষা হবে জানুয়ারির তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে।

শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন। যা আরো ৬ মাস বাড়তে পারে। সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ দিতে যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া পাবেন। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষা হওয়ার ৭ দিন আগে থেকে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.uiic.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Apply Online লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাবেন। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখন পাশওয়ার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এরপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা জমা দিতে হবে ডেবিড কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই. এম পি. এস. ক্যাশ কার্ড ও মোবাইল ওয়ালেটে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। এরপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০১৪

মেষ : নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ : বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সুফল পাবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক।

মিথুন : যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন–দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

কর্কট : সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি–জমা ও ভূ–সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

ধনু : অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। লেখাপড়ায় ফল ভালহবে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যায়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। সঞ্চিত অর্থের উপর হাত পড়তে পারে।

মীন : নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবেকরতে পারবেন।

মুখ থুবড়ে পড়েছে আরএসপি

অরিন্দম রায়চৌধুরী

বারাকপুর : দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল হিসেবে রাজ্যে সরকারে ছিল আসএসপি (বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল)। বলাবাহুল্য বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দল ছিল সিপিএম। এইভাবে ক্ষমতায় থাকার ফলে আরএসপির রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে একপ্রকার সাংগঠনিক উদাসীনতা সৃষ্টি হয় বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। রাজ্য নেতৃত্বের এই উদাসীনতার ফলেই রীতিমত অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আরএসপি। সাংগঠনিক শক্তি এভাবে তলানিতে যাবার ফলে কর্মীর অভাবে কোনও কর্মসূচি নিতে পারছেনা দল, বলে অভিমত প্রকাশ করেন। গতবছর পানিহাটিতে সম্মেলন করে ৩৫ জনের এক নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন পানিহাটি পুরসভার উপ পুরপ্রধান পঙ্কজ দাস। এই জেলা কমিটিতে আসেন চাঁদপাড়া থেকে ব্রজগোপাল মজুমদার, গাইঘাটা থেকে অনিমেষ চক্রবর্তী, শ্রমিক নেতা বরুণ চৌধুরী, প্রাক্তন কাউন্সিলর মুজিবর রহমান প্রমুখ। কিন্তু এই পর্যন্তই। নতুন জেলা কমিটি গঠন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেনি জেলা আরএসপি। জেলা কমিটির এক সদস্য বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যু থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কর্মীর অভাবে কোনও একক কর্মসূচি নেওয়া যাচ্ছে না। সিপিএমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে।' আসলে দীর্ঘ বছর বামফ্রন্টের সঙ্গে তিন–চারটে মন্ত্রীপদ ছাড়া, রাজ্য নেতৃত্ব সেইভাবে সংগঠনবৃদ্ধির কোনও চেষ্টাই করেনি বলে এই সদস্য মন্তব্য করেন। জেলা কমিটির এই সদস্য জানান, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় ৩৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র বরাহনগরের আসনটি তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকতো। তাও জিততে হতো সিপিএমেরই দয়ায়। তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, রাজ্য নেতৃত্ব সিপিএমের লেজুরবৃত্তি ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার ফলে সরকারে থাকাকালীন তাঁদের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এখন তা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আরএসপি সম্পাদক পঙ্কজ দাস জানান, তাঁরা জেলায় বামফ্রন্টগতভাবে আন্দোলন করছেন। কারণ এককভাবে আন্দোলনের পরিস্থিতি নেই। কর্মীর অভাব তো আছেই, পাশাপাশি আছে অর্থনৈতিক দুরাবস্থাও। জেলায় একমাত্র বরাহনগরে তাঁরা বামফ্রন্টের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবারে সেটাও হাতছাড়া হয়েছে। তাই এমতাবস্থায় এককভাবে আন্দোলনের প্রশ্নই ওঠেনা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পানিহাটির আগরপাড়া ও বরাহনগরের কিছু অংশে কিছুটা সংগঠন ও কর্মী থাকলেও জেলার অন্যত্র এর সিকিভাগও নেই। আরএসপির উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন শিক্ষক নেতা দিলীপ দে জানান, ক্ষমতা হারানোর পর কর্মীদের মানসিকতার বদল ঘটেছে। অনেক কর্মী এখন আর দলের কর্মসূচিতে আসছে না। সুবিধাবাদীদের এখন যেমন চেনা যাচ্ছে, তেমনই কর্মীদের মধ্যেও ভয়ভীতিও আছে। জেলা আরএসপি'র সেই সাংগঠনিক শক্তি নেয় যে এককভাবে দশ হাজার মানুষের জমায়েত করবে। সুতরাং যা কিছু কর্মসূচি হচ্ছে, তা বামফ্রন্টের ব্যানারেই হচ্ছে। তবে আরএসপির নিচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্ব সিপিএমের লেজুরবৃত্তি করতে করতে দলটা প্রায় সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। ভিক্ষের ঝুলির মত ১০–১২টা এমএলএ কোটা ও ২টো এম পি কোটার আসন দিলেই রাজ্য নেতৃত্ব সন্তুষ্ট থাকছে। সংগঠন বাড়াবার কোনও চেষ্টাই করেনি। এভাবে এখনও চলতে থাকলে আগামী দিনে দলটাই শেষ হয়ে যাবে। ফলে এখন এককভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে বলে এই কর্মীরা মনে করেন।

কলকাতা পুরভোটের আগে নৈরাশ্য বাম শিবিরে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা : কলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী সপ্তম পুর নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব বামেরা শুরু করেছে বটে, তবে তা একেবারেই প্রাথমিকস্তরে।আপাতত২০১৫–র পুর নির্বাচনে বর্তমান ৩২ জন পুরপ্রতিনিধিদের টিকিট দেওয়ার পাশাপাশি বাকি আসনগুলিতে যাতে বেশি সংখ্যক নয়া কম বয়সের মহিলা মুখ আনা যায় তা আনার পরিকল্পনা নিয়েছে বামেরা। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সূত্রে খবর নবীন–নবীনা ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মীদের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে ষষ্ঠ পুর নির্বাচনে বামেদের ফলাফলে সিপিএম জেতে ২৩টিতে, সিপিআই জেতে চারটিতে, ফরওয়ার্ড ব্লক জেতে তিনটিতে, আরএসপি জেতে দু'টিতে এবং আর. জে. ডি জেতে একটি আসনে। সর্বমোট ৩৩টি আসনে জেতে। তবে চলতি বছরের মে মাসের লোকসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে তারা ওই ৩৩টির মধ্যে মাত্র সাতটিতে বামেদের শরিক সিপিএম এগিয়ে থাকে। আর বাকি শরিকরা উধাও। বামেদের উল্লেখযোগ্য পরাজয়ের দলে ছিলেন বামফ্রন্টের পুর মুখ্য সচেতক

অমল মিত্র, সিপিএমের প্রধান পুর বিরোধী দলনেত্রী রূপা বাগচী, তিন নম্বর বরো কমিটির সভাপতি রাজীব বিশ্বাস, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য বর্তমান পুরপ্রতিনিধি চন্দনা ঘোষ দস্তিদার, ফরজানা চৌধুরি ও সুশীলকুমার শর্মা প্রমুখ।

সাউথ বাওয়ালি তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ ২নং ব্লকের সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএমের থেকে অনাস্থা ভোটে ছিনিয়ে নিল তৃণমূল । পঞ্চায়েতের প্রধান জ্যোৎস্না মাখালের বিরুদ্ধে তৃণমূলের ৮ জন সদস্য সদস্যা ভোট দেন। গত ৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় ভোটাভুটি হয়। যদিও সিপিএমের কোনো সদস্য–সদস্যা উপস্থিত ছিলেন না।

প্রসঙ্গত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১২ আসন বিশিষ্ট পঞ্চায়েতে সিপিএম ৬টি আসনে জেতে, তৃণমূল পায় ৫টি, নির্দল ১টি।পরে জয়ী নির্দল প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। কিন্তু টসে প্রধান এবং উপপ্রধান দুটি পদ সিপিএমের পক্ষে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান কানাই সাঁতরার রাজনৈতিক চালে সি পি এমের উপপ্রধান সোমা রায় তৃণমূলে যোগদান করেন। সিপিএমের আরেক সদস্যা পম্পা দাস তৃণমূলে যোগদান করলে সিপিএম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। আপাতত উপপ্রধান সোমা রায় এখন পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকবেন। ১৫ দিনের মধ্যে নতুন প্রধান শপথ নেবেন। তৃণমূল সূত্রের খবর প্রধান হচ্ছেন অলোক পাত্র। এদিন অনাস্থা ভোটে জিতে তৃণমূল বিশাল একটি মিছিল করে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

আট বছরেও কমিউনিটি হল চালু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

অভিজিৎ হাজরা

২০০৬ সালে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছিল। তারপর নয় নয় করে আটটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু চালু হল না কমিউনিটি হল ব্যবহার আর রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার ফলে ভবনটি ক্রমশ নষ্ট হতে বসেছে। ফলে চালু হওয়ার আগেই সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গড়ে ভবানীপুর সোনাতলা পঞ্চায়েতের সোনাতলা গ্রামের মানুষ বেজায় ক্ষুব্ধ কমিউনিটি হলটি আজ পর্যন্ত চালু না হওয়ায়। এলাকাবাসীর বক্তব্য, হল থাকা সত্ত্বেও মাঠেঘাটে মন্ডপ বেঁধে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে।

প্রশাসনসূত্রে জানা যায় তৎকালীন বাম বিধায়ক ননীগোপাল চৌধুরী ও হাওড়া জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১০ লক্ষ টাকা খরচে কমিউনিটি হল নির্মিত হয়েছিল। হলটির নামকরণ করা হয়েছিল ''সোনাতলা কমিউনিটি হল''। এই ভবনটিতে রয়েছে অফিস ঘর, মুক্তমঞ্চ ও একটি বিশাল হল ঘর। উদয়নারায়পুর ব্লক সাংস্কৃতিক ভবন ব্লক হিসাবে চিহ্নিত। তাই এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা ভাবনা করে তৎকালীন সময়ে আট বছর আগে কমিউনিটি হলটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণ হওয়ার এত বছর পরেও হলটি চালু হয় নি।

তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়ে আছে। পরিষ্কারও হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে

হাওড়া

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তা ও সদস্যদের অভিযোগ ব্যবহার সহ পরিষ্কার না হওয়ার কারণে ভবনটির রঙ উঠে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দরজা জানালা ভেঙে পড়ছে। ভবনের দেওয়ালে গাছ জন্মাচ্ছে। ঝড়–বৃষ্টিতে ভবনটি নষ্ট হচ্ছে, ছাদে জল জমছে, দেওয়ালে, ঘরের মেঝেতে ফাটল ধরেছে।

এলাকাবাসী ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের অভিযোগ অনুষ্ঠান করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভবন থাকা সত্ত্বেও তাদের খোলা মাঠে রোদ–বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মন্ডপ বেঁধে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। বাইরে মণ্ডপ বেঁধে অনুষ্ঠান করার খরচ ও দিন দিন বাড়ছে। অনেকের অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা থাকলেও বিশাল মাপের খরচের জন্য অনুষ্ঠান করার উৎসাহ হারাচ্ছেন। বিশেষ করে বর্ষার সময়ে অনুষ্ঠান করার সমস্যায় পড়ছেন উদ্যোক্তারা।

গড়ে ভবানীপুর সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মদাস দলুই এই প্রসঙ্গে জানালেন, ''কমিউনিটি হলটি সংস্কার করে তা চালু করার জন্য হাওড়া জেলা পরিষদ দপ্তরে লিখিত আবেদন করেছি।'' এই বিষয়ে হাওড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কল্যাণ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, উদয় নারায়নপুর থানা ব্লক ও বিধানসভা এলাকার যাবতীয় বিষয় দেখভাল করছেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর পাঁজা। উনিই কমিউনিটি হল প্রসঙ্গে ভাল বলতে পারবেন।

উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা কমিউনিটি হল প্রসঙ্গে বলেন, ''কমিউনিটি হলটির কিছু অংশ সংস্কার করার প্রয়োজন। এই সংস্কারের কাজটা যথাশীঘ্র শেষ করে কমিউনিটি হলটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান করার জন্য খুলে দেওয়া হবে।

শংসাপত্র জালিয়াতি গ্রেফতার কেরানি

বিশ্বজিৎ পাল: বৃহস্পতিবার দুপুরে তফসিলি জাতি ও উপজাতি সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত বিষ্ণুপদ মজুমদারকে পুলিশ আলিপুর আদালতে তুললে বিচারক ধৃতকে ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই নিয়ে এ ঘটনায় মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগে গ্রেফতার হয় বাসন্তীর বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্রনাথ নস্কর, আজিজুল পৈলানকে। তারা বর্তমানে জেলে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে বুধবার রাতে বারুইপুরের চম্পাহাটি থেকে গ্রেফতার করা হয় বিষ্ণুপদ মজুমদারকে। তিনি ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদে চাকুরী করতেন। বাসন্তীর বাসিন্দা ধৃত জ্ঞানেন্দ্রনাথ নস্কর ও আজিজুল পৈলান বেশ কয়েক মাস ধরে গোপনে তফসিলি জাতিও উপজাতি সার্টিফিকেট পাইয়ে দেওয়ার জালচক্র

ক্যানিং মহকুমা

বিস্তার করে। বিষ্ণুপদ বাদেও এই চক্রে জড়িত ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্য্যলয়ে অভিযোগ জমা পড়লে মহকুমা শাসনে প্রদীপ আচার্য তৎপর তার সাথে তদন্তের নির্দেশ দেন। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমে গ্রেফতার করে আজিজুল ও জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে কয়েকশো জাল তফসিলি জাতি ও উপজাতির সার্টিফিকেট।

আমতলা–ফলতায় ম্যাজিক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর, সম্প্রতি ফলতার জোড়াবটতলা থেকে আমতলা পর্যন্ত ম্যাজিক গাড়ির পরিষেবার সূচনা করলেন বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায়। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের দাবি ছিল বিবির হাট থেকে আমতলা পর্যন্ত ম্যাজিক পরিষেবার সম্প্রসারণের। এর ফলে বানিয়া, নোদাখালি এলাকার মানুষ সহজেই আমতলা বাজারে যাতায়াত করতে পারবে। তাছাড়া কলেজ, স্কুল ও হাসপাতালে যাতায়াতেরও সুবিধা হবে।

সম্প্রতি বানিয়াতে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সভা করে এই ম্যাজিক পরিষেবার সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্চল সভাপতি বাসুদেব কুলে, বিধায়কের প্রতিনিধি গোরাচাঁদ সাঁতরা প্রমুখ।

সাগরে মহাসমারোহে পালিত রাস উৎসব

অশোক কুমার মণ্ডল

সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ভগবান কৃষ্ণ একজন দার্শনিক, পররাষ্ট্রনীতিবিদ ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ধর্মরাজ্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শৈশব কাল থেকেই বহু সংখ্যক অসুরদের তিনি নিধন করেছিলেন। ১৮ দিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালীন নিজে অস্ত্র ধারণ না করেও ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরাধা দেবী, লতিকা, বিশাখা সখীদের পাশপাশি ১৬ শত গোপীনীদের নিয়ে প্রেমের বাণী ও তাঁর বাণী প্রচারের জন্য দশ অবতারের শ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুই বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সাংখ্যচার্য্য কপিল মুনির লীলাক্ষেত্র সাগরদ্বীপে হাজার হাজার মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস উৎসবে মেতে ওঠেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সাগর ব্লকের জনসংখ্যা ২ লাখ ১১ হাজার ৯শো ৯৩ জন। ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ৪২টি মৌজা এই দ্বীপে আছে। সুন্দরবন বাদাবনের ১০৪টি দ্বীপের মধ্যে সাগরদ্বীপ সবচেয়ে বড় ব–দ্বীপ।

সাগর ব্লক উত্তর হারাধনপুর গ্রামে 'যমুনাখালি রাস উৎসব'' কমিটির পরিচালনায় নানা রকম বর্ণময়–ছন্দময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহা সমারোহে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

১ দিন ব্যাপী এই ''রাস উৎসব'' পালন করার জন্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের পুজো, কলকাতা, নদিয়া, দক্ষিণ মথুরাপুর থেকে আগত শিল্পীদের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান, কীর্তনগান ও মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাস উৎসব পরিচালনার জন্য ২০ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে গৌতম মাইতি ও দীপক রাউত। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে ভবেশ চন্দ্র দাস, প্রয়াত সুশীল দাস, প্রয়াত পঞ্চানন প্রামাণিক– উত্তর হারাধনপুর গ্রামের অধিবাসীগণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে এখানে ''রাস উৎসবের'' সূচনা করেছিলেন। দিন ও রাত্রিতে ''রাস উৎসবের'' মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানগুলি দেখবার জন্য দ্বীপভূমির প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গাসাগরে নৌ–বাহিনীর স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : নৌ–বাহিনী ও মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গাসাগরে একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে এলাকার পাঁচশো জনকে চিকিৎসা করে ওষুধ দেওয়া হয়। বিশ্ব নৌবাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে দুদিনের শিবির শুরু হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। প্রতিবছর এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখন থেকে বছরে দু বার এই শিবির হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। নদী ও সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে নৌ–বাহিনী এই শিবিরের আয়োজন করে বলে জানা গিয়েছে। জলপথে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গঙ্গাসাগরে বাহিনীর একটি স্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তোলা হবে বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। জলপথে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যাতে এ রাজ্যের বুকে প্রতিফলিত না হয় সে ব্যাপারেও আলোকপাত করা হচ্ছে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে। এ ধরনের সচেতনতা শিবির থেকে সাধারণ মানুষের মনে সতর্কতা জারি করা হচ্ছে।

মহানগরে

টোকিও'র বিচারে কলকাতা 'দূষিত' শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : এশিয়া মহাদেশে মোট দেশের সংখ্যা ৪৮। তাদের মধ্যে মূলত দক্ষিণ–পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার মাত্র ন'টি দেশের মহানগরগুলির মধ্যে 'দূষণ বিষয়ে' সম্প্রতি সমীক্ষা চালায় জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়। থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও ভারতের মহানগরগুলির ওপর এই সমীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতের বর্তমান ৫৩টি (২০১১ খ্রিস্টাব্দে) মহানগরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত পদার্থে মোড়া শহর হল ব্রিটিশ আমলের ভারতের রাজধানী শহর কলকাতা মহানগরী। প্রসঙ্গত, ১০ লক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট নগরকে মহানগর বা 'মেট্রোপলিটন সিটি' বলা হয়।

বিধানসভায় 'নীল–সাদা' বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্য বিধানসভার এবারের শীতকালীন অধিবেশন চলছে ৭ থেকে ২০ নভেম্বর দীর্ঘ ১৪ দিন ব্যাপী ।এবারের অধিবেশনে কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পুর এলাকার সমস্ত ব্যক্তিগত বাড়িতে 'নীল–সাদা রঙ' করলে এক বছরের জন্য পুরকর মকুবের বিষয়ে কলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ সংশোধনী বিল আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ওই সংশোধনী বিল পাস হলে কলকাতা পুর এলাকায় কর কাঠামোয় পরিবর্তন আসবে। তবে পুরবাসী বাড়িতে 'নীল–সাদা' রঙ করলে এক বছরের জন্য পুর কর ছাড় বিষয়টি কতটা গ্রহণ করবে সেটাই এখন দেখার। রাজ্য বিধানসভার এই বিলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন তিলোত্তমার প্রতিটি অংশীদার।

আয় বাড়াতে জমি বেচবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী সপ্তম পুর নির্বাচনের পূর্বে পুর উন্নয়নে জোয়ার আনতে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পাশের মোট ১১ একর অর্থাৎ মোট ৩৩ বিঘার অধিক জমি বিক্রি করবে কলকাতা পুরসভার বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ড । সেজন্য কয়েকদিনের মধ্যে 'গ্লোবাল টেন্ডার' ডাকা হচ্ছে। পুরকর্তাদের বক্তব্য ওই জমি বিক্রি করে কম করে ১৫০০ কোটি টাকা পুরসভায় আসবে । সে টাকা পুর বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে লাগানো হবে। এদিকে সপ্তম পুর নির্বাচনে পুর উন্নয়নকে প্রচারের আলোয় আনতে চাইছে বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ড। সেদিকে লক্ষ্য রেখে শহরের সমস্ত বকেয়া উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য পুরকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাতে প্রধান বাধা ছিল পুরসভার বর্তমান বেহাল আর্থিক অবস্থা। উন্নয়নের টাকা জোগাড় করতে অন্ধকার দেখত পুরকর্তারা। পুর কন্ট্রাক্টরদের পেমেন্টের বিল অর্থ দফতরে কয়েকমাস ধরে আটকে আছে। টাকার অভাবেই পুরপ্রতিনিধিরা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছেন না। ফাইলের লাট মাসের পর মাস পুর অর্থ দফতরে আটকে রয়েছে। প্রতি বছর নিয়ম করে 'এমবার্গো' কার্যকর হচ্ছে । নয়া প্রকল্প তো পরের বিষয়, টাকা জোগাড় করতে না পারায় জরুরি নাগরিক পরিষেবাও আটকে যাচ্ছে। সে কারণেই একরকম শেষ মুহূর্তে জমি বিক্রি করে পুর অর্থ দফতরকে চাঙ্গা করতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, আগেও সায়েন্স সিটির পাশে মোট দু'একর অর্থাৎ ছ'বিঘার বেশি জমি বিক্রি করে প্রায় ২১৫ কোটি টাকা পুরসভা রোজগার করে। এদিকে পুর নির্বাচনের হাওয়া বওয়ার আগেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের।

বেমানান ...

প্রধানমন্ত্রী চান স্বচ্ছ ভারত। মুখ্যমন্ত্রী চান কলকাতা লন্ডন হবে। কিন্তু কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই তিলোত্তমার। খোদ কলকাতার বুকে বালিগঞ্জ স্টেশনের পাশে নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে দেদার আবর্জনা নিক্ষেপ ও প্রকাশ্যে প্রস্রাব। ছবি : প্রতীম রাহা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০১৪

‘পথে চুম্বন’ নয়, চাই মা–বোনের সম্মান রক্ষা

লোক দেখানো পথচুম্বন নয়, মা বোনেদের সম্মান রক্ষায় পথে নামুন শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা। হাজার মানুষের সামনে, প্রচারের আলোকে ‘কিস অফ লাভ’–এর স্বাধীনতা ভন্ডামী, নষ্টামী এবং প্রকৃত জীবন স্বাধীনতাকে আড়াল করার কৌশলী পথ মাত্র। রাস্তা আটকে সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া ও প্রাক্তনী যে রুচিহীন কাজ করেছে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা প্রকাশের এই অশালীন আচরণের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক গভীর গোপন কার্যসূচি তা প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। কোচিতে এক রেঁস্তোরাতে এক তরুণ তরুণীর চুম্বন, পুলিশ ডাকা এই ঘটনায় উৎসাহিত একদল তরুণ তরুণী উৎশৃঙ্খল চুম্বন র‍্যালি পুলিশ এবং বিজেপির ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ভেঙে যাওয়ার প্রেক্ষিতে কিছু ছাত্রছাত্রীর এই চুম্বন ‘প্রতিবাদ’।

কিছুদিন আগে যাদবপুরের উপাচার্য অপসারণ কেন্দ্রিক আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনীরা পথে নেমেছিলেন, জনগণের একাংশের সহানুভূতিও তাঁরা পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই আন্দোলনের ধার ক্রমশ কমতে থাকায় ‘গেরুয়া সন্ত্রাসের’ অজুহাতে রাস্তার মাঝে বন্ধু ছাড়াও ‘গার্লফ্রেন্ড–বয়ফ্রেন্ড’–এর নির্লজ্জ চুম্বন আলিঙ্গন বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে কী বার্তা দিল তা এদের নেপথ্যে থাকা মেন্টরদের অপরিণত বিকৃত, প্রকৃতশিক্ষাহীন ভাবনার প্রকাশ বলেই মনে হয়। অনেক অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের পুত্রকন্যাদের এই আচরণে লজ্জিত ব্যথিত হলেও প্রাকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছেন না। কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক ওইসব ছাত্রছাত্রীদের কাছে সস্তা সমর্থন জনপ্রিয়তা পেতে বাংলার এই কুরুচিকর ‘প্রতিবাদ’কে সমর্থন করছেন যেমনটা প্রাক্তন সাংসদ কবীর সুমন করেছেন।

চুম্বন–এর ইতিহাস ভূগোল নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা চলে যে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে। মুষ্টিমেয় একদঙ্গল ছাত্রছাত্রীর এহেন আচরণ কলকাতা তথা বাংলার শুরু ঐতিহ্য বিরোধীই নয় কলঙ্কিত করেছে সমস্ত ছাত্রসমাজকে, ছাত্র আন্দোলনকে। দেশাত্মবোধ, শিক্ষা, মেধা অনুশীলন–এর সময়কে অপব্যয় করা হল কেন কিসের স্বার্থে কাদের স্বার্থে এ প্রশ্ন উঠে গেল। দেশ জুড়ে বিশেষ করে বাংলায় একের পর এক নারী নিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে এবং এসেছে।

তখন এই সব ছাত্রছাত্রীরা সঠিক প্রতিবাদ করেন না। রাজনীতির কোনও গন্ধ থাকলে এদেরকে ব্যবহার করা হয়। সচেতন ছাত্রছাত্রীদের বিপথগামী করা হচ্ছে। যাদবপুর–প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা বাংলার মা–বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য কোনও রাজনৈতিক ঝান্ডা ছাড়া যদি পথে নামত, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আবদ্ধ থেকে নয় ইভটিজিং, অশ্লীল চলচ্চিত্র, পোস্টার এবং ফেস্টুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হত তা হলে দেশের সামনে নজির সৃষ্টি করতে পারত। শুধুমাত্র সবুজ রঙ কিংবা গেরুয়া রঙ অথবা অন্য কোন রঙের প্রতি বিদ্বেষ বশত নিজেরা দাবার বোড়ে কিংবা পুতুল নাচের কাঠপুতুলে পরিণত হয় তাহলে পণ্য সংস্কৃতির বাজারে প্রচারে এলেও নিজেদের মর্যাদার প্রতি অবিচার করা হয়।

অমৃত কথা

৩৩৬ আঁধারে লণ্ঠন হাতে পাহারাওলা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না, তবে যদি পাহারাওলা লণ্ঠনটি নিজের দিকে ফেরায় তবেই সকলে তাকে দেখতে পায়। ভগবানও সেইরূপ সকলকে দেখতে পান, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, তবে যদি তিনি দয়া করে নিজেকে প্রকাশ করেন, তবেই লোকে তাঁকে দেখতে পায়।

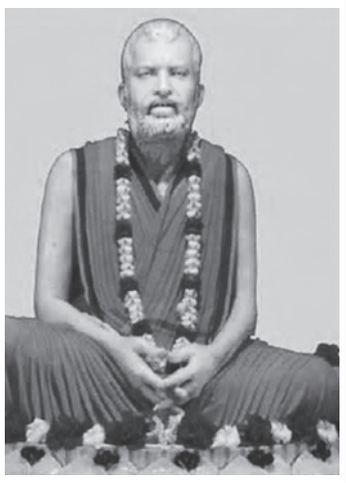

৩৩৭ কেশববাবুর দল ভেঙে যখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হয়, পরমহংসদেব তখন কেশববাবুকে বলেছিলেন, তুমি যাকে তাকে দলে নিয়েছিলে কেন? তাইতো এমন হল। বেছে বেছে লোক নিতে পারনি? শিষ্যের স্বভাব ভালোভাবে পরীক্ষা করে তবে তাকে গ্রহণ করা গুরুর কর্তব্য।

৩৩৮ কুচবিহারে বিবাহের কথা তুলে সময়ে সময়ে কোনও কোনও ব্রাহ্ম পরমহংসদেবের কাছে কেশববাবুর অনেক নিন্দা করতো। পরমহংসদেব কিন্তু তাদের কোনও কথায় সায় দেননি, তবে একদিন কেশবচন্দ্রকে কেবল বলেছিলেন, তুমি এমন আইন কেন পাশ করতে গিয়েছিলে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের ওপর কি আইন চলে?

৩৩৯ একজন ব্রাহ্ম সাধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘ব্রাহ্মধর্মে ও হিন্দুধর্মে প্রভেদ কী?’ তিনি বললেন ‘পোঁ বাজানো ও সুর বার করা। ব্রাহ্মধর্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধোরে আছে, হিন্দু ধর্ম তার ওপরে নানারকম সুর তান লয় বের করছে।’ অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মদের নিরাকার ব্রহ্মের ও সগুণ ব্রহ্মের উভয়ের উপাসনা বিধিও আছে এবং তাছাড়া অন্যান্য নানাভাবে ও নানারূপেও উপাসনা আছে।

৩৪০ মাথার ওপর যখন বক উড়বে তখনই ঠিক ধ্যান হবে। অর্থাৎ যিনি ধ্যানেতে এরূপ মগ্ন হতে পারবেন যে, সে সময়ে মাথায় একটি পাখি বসলেও টের পাবেন না, তিনিই ঠিক ধ্যান করছেন।

ফেসবুক বার্তা

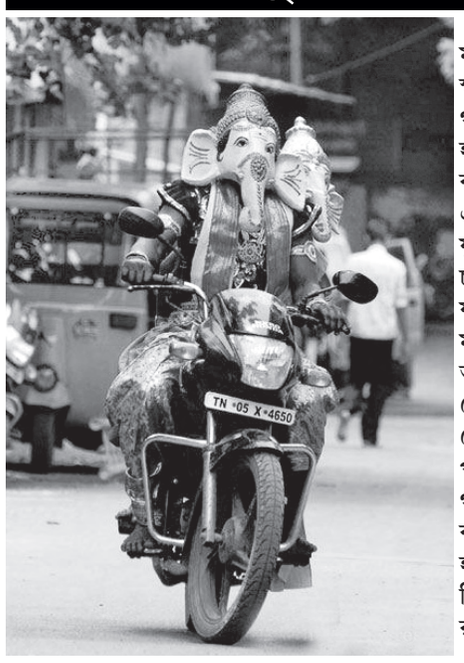

ময়ূরবাহন নয়। স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ সওয়ার হয়েছেন বাইকে। শুধু একা নন, যুগলে বাইক চালাতে দেখা যাচ্ছে গজপতি মহারাজকে। অভিনব এই ফেসবুক ছবিতে হেলমেটের পরিবর্তে গণেশের মুখোশ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দ রয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ রেখা পাক সেনা মুক্ত করা মোদির চ্যালেঞ্জ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ দশ বছর পর প্রধানমন্ত্রীর সিয়াচিন সফর কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মনোবল বাড়িয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি দেওয়ালির দিন মধ্যাহ্নভোজ সারেন ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে। রাতে সেখানকার গভর্নর হাউজে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে নৈশভোজ করেন মোদি। ভারতীয় সেনারা নিয়ন্ত্রণ রেখায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে লড়াই করে চলেছে, তাদের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে পাশে পাওয়া নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যাঞ্জক ঘটনা। সেই কাজটি নরেন্দ্র মোদি করে দেখালেন। গত ২০১৩ সাল থেকে পাকিস্তানি সেনারা ভারত পাক নিয়ন্ত্রণরেখায় যেভাবে সামরিক সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রতিহত করার জন্য সামরিক প্রত্যাঘাতের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বা ইউপিএ সরকার অনেক ধৈর্য দেখিয়েছেন, আর নয়। পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রতিবেশীত্ব রক্ষার অর্থ এই নয়, মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া। ভারতের সেনারা মার খাবে, আর পাক হানাদাররা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা করে যাবে।

পাকিস্তানে ২০১৩র নির্বাচনে সাধারণ সভায় নওয়াজ শরিফের মুসলিম লিগ ২৭০টি আসনের মধ্যে ১৬৬টি আসন, পাক পিপলস পার্টি ৪৬টি এবং ইমরান খানের তাহের–ই–ইনসাফ ৩৫টি আসন লাভ করে। একমাত্র সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতিত অন্য কোনও প্রদেশে পিপলস পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। ২০১৫ সালে পাকিস্তানের উচ্চকক্ষ সেনেটের নির্বাচন। ১০৪ সদস্য বিশিষ্ট সেনেটে বর্তমানে পিপিপির ৩৯ জন সদস্য ও মুসলিম লিগের ১৬ জন সদস্য রয়েছে। পিপিপির ২১ জন সদস্য অবসর নেবে। সেনেটের এই নির্বাচনে পিপিপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। সেনেটের নির্বাচনী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সরকারের ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র ভারত বিরোধিতা। পাক মুসলিমদের কাশ্মীর আবেগকে সুড়সুড়ি দিতে সুকৌশলে সামরিক বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগানো হয়েছে। গত মে মাসে নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রী সভার শপথের সময় নওয়াজ শরিফের সফর এবং ভারত পাক দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সূত্রপাত করার উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের মুখোশে তীব্র ভারত বিরোধিতা। একইভাবে ১৯৯৯ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নওয়াজ শরিফ দুই দেশের বন্ধুত্বের জন্য ওয়াগা সীমান্ত দিয়ে বাস যাত্রার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু পরভেজ মুশারফের সামরিক অভ্যুত্থান এবং তার পরে কার্গিলে পাক হানাদারদের অনুপ্রবেশ প্রমাণ করেছিল পাকিস্তানের সামরিক সন্ত্রাসবাদ কতটা বিপদজনক। পরবর্তী সময়ে এই প্রশ্নটির মুখে পড়তে হয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রহেলিকার দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পরভেজ মুশারফকে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের এক সভায়। সেই সময় ভারত পাক ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। মুশারফ প্রশ্ন করেছিলেন, পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা কি ভারতকে হারিয়েছে? পাক ছাত্ররা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, মাননীয় রাষ্ট্রপতি ক্রিকেট নয়, আপনি বলুন পাকিস্তানের উন্নতির জন্য আপনার কি কর্মসূচি রয়েছে।

২০১৫র সেনেট নির্বাচন, ২০১৮ সাধারণ নির্বাচন, এই দুই নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে পিপিপির ভারত বিরোধী তুর্কী বিলোবাল

ভুট্টো তার দাদু জুলফিকর আলি ভুট্টোর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত পাক রাজনীতিতে অপরিণত যুবক মনে করছেন তীব্র ভারত বিদ্বেষ মনোভাব বুঝি তাকে পরবর্তী পাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনগণ নির্বাচিত করবে। পাক তরুণদের কাছে পাওয়ার জন্য তাঁর বক্তৃতায় ভারত বিরোধিতার আগুনের ফুলকি ছোটাচ্ছেন। দক্ষিণ করাচিতে এক জনসভায় তাঁর বক্তৃতায় ভারত বিরোধিতা আগ্নেয়গিরিসম হয়ে উঠেছিল। এই সভায় তার দলের সদস্যদের কাছে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় ফিরে এলে ‘কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি জমি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ভারতীয় হিন্দুদের সাহস নেই ভুট্টোর দাবির বিরোধিতা করার। অন্যতম বিরোধী দল তাহির–ই–ইনসাফ অবশ্য এই হিংসাত্মক রাজনীতি এবং ভারত বিরোধিতার জিগির তোলেনি। দলের নেতা প্রবাদপ্রতীম ক্রিকেটার ইমরান খান হিন্দুদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, ক্ষমতায় ফিরে এলে পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা ছেড়ে চলে গিয়েছে, পাকিস্তানে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা হবে।

পাকিস্তানের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার ঘোলা জলে মাছ তুলতে ছিপ ফেলেছে পাক সেনা প্রধান। তার লক্ষ্য হল সামরিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে পাক জনগণকে বোঝানো, দেশের মাটিতে সামরিক শাসনই ভবিষ্যৎ। এই কারণে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গোলাগুলির লড়াই গত এক মাসে পাক সেনাদের নারকীয়তায় সরকারি ভাবে কমপক্ষে ২০ জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। নিহত ভারতীয় সেনার সংখ্যা সরকারিভাবে ১২ জন। বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ান বে, পাকিস্তানের এই তীব্র ভারত বিদ্বেষ মনোভাবকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক নির্বাচনে গণতন্ত্র ফিরে আসার পর মার্কিন সেনা অপসারণ করা হচ্ছে। একদিকে আফগানিস্থান থেকে সেনা সরানো অন্যদিকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উদীয়মান শক্তি হিসাবে অবস্থান পাক ঈর্ষার কারণ। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালে পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদন ৪.১ শতাংশ। ভারতের সেখানে জিডিপি ৬.৬ শতাংশ। অবশ্য নওয়াজ শরিফ ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বে আর্থিক উন্নতিতে পাকিস্তানের অবস্থান ১৪০। এই পরিস্থিতিতে পিপিপি অথবা সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় ফিরে আসার পথে ক্রিশ্চিয়ান বের মতে, ভারতের সাথে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পরিবর্তে যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণ মানুষকে অনুন্নয়নের হতাশার পরিবর্তে ভারত বিরোধিতায় সামিল করা যাবে।

গত কয়েকমাস ধরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাক সেনারা যেভাবে গুলি বোমা বর্ষণ করে চলেছে তার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত কাশ্মীর নিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এই কারণে পাক সেনা আই এস আই এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে গোপন আঁতাত তৈরি হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। পুঞ্চ সীমান্ত এলাকায় ছায়া যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের সহানুভূতি আদায়ে সক্রিয়। দ্বিতীয়ত কাশ্মীরে গত কয়েক মাস ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর কৃতিত্ব ফারুক আবদুল্লার পুত্র ওমর আবদুল্লার নয়। বিচ্ছিন্নকামী নেতা সৈয়দ আলি মহম্মদ গিলানি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর উত্তরাধিকারী মিরজা ওমর ফারুকের আন্দোলন গড়ে তোলার মতো বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে। ইয়াসিন মালিকের ন্যায় প্রথম সারির নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। আইএসআই মনে করেছে, এই সময় সামরিক অস্থিরতার সৃষ্টি করলে কাশ্মীরে আবার সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দেবে। তৃতীয়ত, গত লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীর সহ একাধিক এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদকে দমন করার জন্য সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। পাক সেনারা এই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

ভারত–পাক উত্তেজনাকে পরোক্ষভাবে উস্কে দেওয়ার খেলায় নেমেছে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একদিকে যখন ভারতে বিনিয়োগের জন্য মৌ সাক্ষর করছে অন্যদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিনিয়োগের নামে বিচ্ছিন্নতা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে প্রচ্ছন্ন কূটনীতির দ্বারা উস্কে দিচ্ছে। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৪,৫০০ মেগাওয়াট সম্পন্ন ডিয়ামার–বাসা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে চিন ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে সম্মতি প্রকাশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছে। ভারতের বিরোধিতার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য বাতিল করে দেওয়া অথচ ওবামার প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতকে চাপের মুখে ফেলতে চাইছে। কাশ্মীরের সেনা প্রধান রহিল শরীফ, পাক প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সারতাজ আজিজ এবং হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা মির্জা ওমর ফারুক কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক বিচার করার যতই চেষ্টা করুক কাশ্মীর ভারতের ভূখণ্ড। আর ভারতের বাণিজ্যিক বাজার দখলের স্বার্থে অহেতুক বৃহৎ শক্তিবর্গ দুই দেশের অভ্যন্তরীন বিষয় মাথা গলাবে না।

শোভনেই শোভিত হবে ছোট লালবাড়ি

মমতার ঘোষণায় মনক্ষুণ্ণ ঘাসফুলের একাংশ

পার্থসারথি গুহ

কলকাতা পুরসভার নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। হিসেব মতো আগামী মে মাসের মধ্যে এই নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কথা। যদিও বিজেপি ভীতিতে ত্রস্ত তৃণমূল বছরের শুরুতেই কলকাতার পুরভোট সেরে নেয় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এখন প্রশ্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী শাসক দল। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক রসায়ন যেভাবে এগোচ্ছে তাতে ঘাসফুলের দখলেই ছোট লালবাড়ি থাকার কথা। যদি না বড় সড় কোনও রদবদল ঘটে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনকে অনেক সময় বিধানসভার আগে মহড়া হিসেবে ধরা হয়। সেদিক থেকে এই ভোটের তাৎপর্যই আলাদা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গোকূলে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজেপি তাতে করে এই নির্বাচন ঘাসফুল বাহিনীর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর ভাবমূর্তি যেভাবে কলুষিত হচ্ছে পারস্পরিক কিছু ঘটনায় তাতে এই টক্করের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে। কলকাতা পুরসভার ভোটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছেন যে তিনি সম্প্রতি সব কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদ এবং দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে নিজের বাড়িতে বৈঠক সেরেছেন। সব চেয়ে অবাক করার মতো ঘটনা তিনি দলীয় এই বৈঠক টাউন হল বা অন্য কোথাও না করে একেবারে নিজের বাড়িতে ,তাও একেবারে সকাল থেকেই এটা একটু অভিনব তো বটেই। মোটামুটিভাবে জানা গিয়েছে পুর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিমো আত্মসমীক্ষা এবং অতিঅবশ্যই উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরেছেন। কলকাতা পুরসভার যাবতীয় বকেয়া কাজ যা শহরকে আরও সুসজ্জিত করবে তা অবিলম্বে শুরু করার নির্দেশও দিয়েছেন। বিজেপির বিষ দাঁত উপড়ে ফেলতে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ওপরেও জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য বিগত লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা শহরে বেশ ভালোমতোই নিজেদের উপস্থিতির জানান দিয়েছে পদ্মফুল ব্রিগেড। কলকাতা দক্ষিণ এবং উত্তর দুই কেন্দ্রেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রসহ ২৬ টি ওয়ার্ডে বিজেপির লিড ভাবিয়ে তুলেছে অনেককেই। বিজেপির এই ভীতি দূর করার জন্য দলীয় বৈঠকে নিজের মতো করে টিপস বা টোটকাও বাতলে দিয়েছেন সভানেত্রী। কলকাতা পুরসভার যেসব অঞ্চলে তৃণমূলকে সমানে সমানে যুঝতে হয়েছে বিজেপির সঙ্গে সেইসব জায়গায় নিজেদের সবরকম শক্তি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মধ্যে দলের দুই প্রাজ্ঞ নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সৌগত রায়কে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের উপরেও থাকছে বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব।

তবে বেশ কিছুদিন এ ব্যাপারে চুপ থাকার পর অবশেষে তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পছন্দের কানন অর্থাৎ শোভন চট্টোপাধ্যায়কেই ফের কলকাতার মেয়র পদে দেখতে চান। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত এক সভায় শোভনেই আস্থা রেখেছেন মমতা। তিনি এও জানিয়েছেন, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভা যথেষ্ট ভালো কাজ করছে। এবং আগামী দিনেও কলকাতার ভার প্রিয় কাননের ওপরেই রাখতে চান তিনি। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণায় তৃণমূলের কোনও মহল থেকেই কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তাও একটা ব্যাপার স্পষ্ট শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ অনেকেই সমর্থন করেন না। বিশেষ করে মেয়র হিসেবে তিনি যে উদ্ধত মেজাজ নিয়ে চলেন তার সঙ্গে বিরূপতা পোষণ করেন অনেক ঘাসফুল নেতাই। কলকাতার বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা এবং নবীন মেয়র পারিষদদের মধ্যেও এ নিয়ে চাপা কানাঘুষো চলছে। তবে সেভাবে কেউ এই বিষয়কে সামনে আনছে না।

ত্রিফলা কেলেঙ্কারি, লেকমল নিয়ে সাম্প্রতিক সময় প্রকাশিত অনিয়মের অভিযোগ সহ এক গুচ্ছ নেতিবাচক ঘটনা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বোর্ডের বিরুদ্ধে গিয়েছে। একটা সময় তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অধিকাংশ সময় দেখা যেত। পুরসভায় না থেকে দিনের অধিকাংশ সময় মহাকরণে ব্যয় করতেন তিনি। এই বিষয় প্রশ্নের মুখে পড়লে শোভনবাবু সাবলীলভাবে জবাব দিতেন পুরসভার জন্য বরাদ্দ আদায় করতেই তার এই মহাকরণ যাত্রা।

মাঝে এমনও খবর রটেছিল যে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মেয়র পদ থেকে সরিয়ে সেই জায়গায় বর্তমান মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষকে নিয়ে আসা হবে। অচিরেই সেই জল্পনা অবশ্য চাপা পড়ে যায়। শোভনের মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তি না ঘটলেও মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী হিসেবে তাঁকে কম দেখা যেতে থাকে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য সুপ্রিমোর বকাবকিতেই শোভনবাবু পুরসভার অলিন্দে ফিরে যান। এবারেও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল ভোটে লড়ুক তা চাইছিলেন না অনেকেই। এর মধ্যে কলকাতার একজন অত্যন্ত বর্ষীয়ান মন্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এবং তাঁর অনুগত কয়েকজন মেয়র পারিষদ এ ব্যাপারে আলাদা লবি করতেও শুরু করেন। আগে নাম উঠলেও এই নতুন সমীকরণে অনেকটাই ছিটকে যান অতীন ঘোষ। তাঁকে হঠাৎ করেই উত্তর দিনাজপুরের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সেসময় মেয়র হওয়ার দৌড়ে রাজনৈতিক মহল এবং সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে উঠে আসছিল তিন চারটি নাম। এদের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার এক দাপুটে মেয়র পারিষদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে দাবিও করা হচ্ছিল যে, তাঁর ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়বে। উত্তর কলকাতার প্রতিনিধি হিসেবেও দুই মহিলার নাম উঠে আসছিল। এদের মধ্যে একজন আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের। তৃণমূলের অভ্যন্তরে এও কথা উঠেছিল বিজেপির বিপদ রুখতে হয়তো ‘দিদি’ মুসলিম প্রার্থীতেই ভরসা রাখবেন। এর বিপরীত মেরুর আরও একটি খবর তৃণমূল ভবন থেকে ছড়াচ্ছিল। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ও প্রাক্তন বিজেপি নেতা দেবব্রত মজুমদারকে দিয়ে পদ্মফুলের সৌরভ স্তিমিত করতে চান দলনেত্রী। শেষ পর্যন্ত সব আশা নিরাশায় পর্যবসিত করে শোভনকেই বাছলেন তিনি।

বাওয়ালিতে বিজয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ১৯ অক্টোবর দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালী রাজবাড়িতে নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, জনস্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, ডি এস পি (ডি অ্যান্ড টি) চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, নোদাখালি থানার আই সি শান্তি নাথ পাঁজা, রাজবাড়ির কর্ণধার অজয় রাওলা প্রমুখ। বিভিন্ন পুজো ও মহরম কমিটির প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্যে শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, আইন শৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করতে সমন্বয় কমিটি আগামী দিনে আরো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উৎযাপনের জন্য তিনি সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি এবং সমন্বয় কমিটির প্রত্যেক সদস্য আই সির উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় রাজবাড়ির দ্বিতলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্যে অংশ নেন তিয়াসা রায়, বাটানগর কলাবিহার, কলা মণ্ডলম গৌতম। সঙ্গীতে অংশ নেন কল্যাণ দাস এবং গীতাঞ্জলী সরকার। মিষ্টি মুখের মাধ্যমে বিজয়া সম্মেলনী শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

কম্বল বিতরণে কিশোর সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২৩ অক্টোবর কালীপুজোর দিন বজবজ–২নং ব্লকের কামরা ব্যানার্জী পাড়ায় কিশোর সংঘ ২০০ জন দুঃস্থ মানুষকে কম্বল বিতরণ করল। শ্যামাপূজা উপলক্ষে এই কম্বল বিধায়ক সোনালী গুহর কোটা থেকে দান করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, সাংবাদিক কুনাল মালিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্যামাপুজো উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় সঙ্গীত, বাউল ও তরজায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে কল্যাণ দাস, প্রহ্লাদ বাউল ও উদয় মণ্ডল।

সবুজ সংঘের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া কার্গিল এলাকায় কানিং সবুজ সংঘের উদ্যোগে ২০তম শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে কয়েকশো দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, দেবাশীষ মহারাজ, মাতলা–১ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, পুজো কমিটির সভাপতি অভিজিৎ মন্ডল সম্পাদক বাবলু মণ্ডল প্রমুখ। পুজো কমিটির সম্পাদক বাবলু মন্ডল বলেন এবারের পুজোর মন্ডপের থিম দক্ষিণেশ্বর। পুজোর কটা দিন চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

ভর দুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ভর দুপুরে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে বিদ্যাসাগরপল্লিতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। নগদ ৪৫ হাজার টাকা ও দশ ভরি সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সন্ধ্যে পর্যন্ত জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিস। মাধবপুরের বিদ্যাসাগরপল্লিতে থাকেন ঘোষ দম্পতি। স্বামী তপন ঘোষ পেশায় বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। স্ত্রী রিনা ঘোষ ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিসের ডেপুটি পোস্ট মাস্টার। দু'জনেই এদিন বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির চিলে কোঠার গ্রিল ভেঙে চোরেরা বাড়িতে ঢোকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে আলমারি ভেঙে লুট করে নগদ টাকা ও সোনার গহনা। প্রতিবেশীরা কিছুই বুঝতে পারেন নি। বিকেলে ঘোষ দম্পত্তি বাড়ি ফিরে দেখেন গ্রিল ভেঙে সব চুরি হয়ে গিয়েছে।

নির্মল বাংলা অভিযান

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে ক্যানিং–১ ব্লকের বাসস্ট্যান্ড, বাজার সংলগ্ন এলাকায় সাফাই অভিযানে নামলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, বিডিও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ দাস, মাতলা –১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। ঝাঁটা হাতে ময়লা আবর্জনা সাফাই করতে থাকে।

তার সাথে সাথে প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোকল বর্জনের বিষয়ে সচেতন করেন এরা। সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বলা হয় যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না। নিজের এলাকা নিজেরা পরিষ্কার রাখুন। এই ময়লা আবর্জনার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটা খুবই প্রয়োজন। স্বচ্ছ বাংলা গড়ে তুলতে ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই সাফাই অভিযান। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ও নির্দেশে সারা বাংলায় স্বচ্ছ বাংলা গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন এই ব্লকে যাদের শৌচাগার নেই তাদের শৌচাগার করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সার্ভে করে তালিকা তৈরির কাজ চলছে। এদিন কয়েকশো সাধারণ মানুষজন, স্কুল– কলেজের ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষক– শিক্ষিকারা নির্মল বাংলা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বার্তা দিতে বিজেপিতে

মেহেবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার : দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূল ও কংগ্রেস সহ উভয় দলের প্রায় ছয়শ কর্মী–সমর্থক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবার স্টেশন মোড়ে দলীয় সভায় বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য সকলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলে যোগদান করান। এদিন বিজেপিতে যোগ দেন কুলপি ব্লকের যুব তৃণমূলের সম্পাদক ও ব্লক তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সভাপতি মনোজ হালদার, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সুকদেব দাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কংগ্রেসের ছাত্র নেতা সুবীর সরকার।

এছাড়াও ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, কুলপি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, মগরাহাট ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের প্রায় ছয়শ কংগ্রেস ও তৃণমূল সমর্থক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। শাসক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মনোজ হালদার জানান, যেভাবে দিনের পর দিন রাজ্য জুড়ে অরাজকতা বাড়ছে তা আটকানোর ব্যাপারে নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। দলের মধ্যে নেতাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। তাতেও নেত্রীর কিছু যায় আসেনা দেখছি। জেলাজুড়ে দলের নেতাদের হাতেই সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে। জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। তাই তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াব বলে এই দল ছেড়ে নেত্রীকে বার্তা দিলাম মাত্র। রাজ্য জুড়ে শুধু শাসক দল থেকেই নয় অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকেও বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। তারই প্রতিরূপ দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এইসব অঞ্চলে।

১২৫–এ রসপুর মাতৃভান্ডার

অভিজিৎ হাজরা, আমতা : হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর রায় বংশের কৃতী পুরুষ 'শিবায়ন' কাব্য রচয়িতা কবিচন্দ্র ঃ প্রয়াত রামকৃষ্ণ রায়ের বংশদ্ভূত পুলিন চন্দ্র রায় আজ থেকে ১২৫ বছর আগে এক অত্যাধুনিক প্রকল্পের অবতারণা করেছিলেন। সমস্ত পল্লীবাসী বিপুলভাবে এই প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে রসপুর গ্রামকে আর পাঁচটা গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হিসাবে গণ্য করে তোলেন।

রসপুর রায়পাড়া মাতৃভান্ডারের বর্তমান সম্পাদক মন্ডলীর লক্ষ্যে পিনাকী রায় (বড়) ওরফে কৌশিক রায় এবং বিশ্বনাথ বসু ওরফে বাপ্পা বসু জানালেন আমাদের প্রকল্পগুলি হল রসপুর রায় পরিবারের অতি প্রাচীন দুর্গাপূজা ও রাধাকান্ত জীউর নিত্যপূজা সহ দোল জন্মাষ্টমী, রাস উৎসবের সাথে পল্লীবাসীর মঙ্গলকল্পে শীতলা মাতার পুজোর প্রচলন হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই পুজা হয়। সংযোজিত হয় বিশেষ কিছু কর্মসূচি (১) মাতৃভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও সেই ভান্ডার থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন অসমর্থ কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা–মাতাগণকে সাহায্য দান, শিক্ষা খাতে ব্যয়, বিভিন্ন দেবকীর্তি বজায় রাখার উদ্যোগ (২) সন্ধ্যায় পৌরাণিক পালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন তথা পল্লীবাসীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

বর্তমান বছর রসপুর রায়পাড়া মাতৃভান্ডার প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর অতিক্রম করল। এই উপলক্ষ্যে রাধাকান্ত জীউর নাটমন্দির প্রাঙ্গনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রয়াত পুলিন চন্দ্র রায়–এর প্রতিকৃতি এবং পুনমুদ্রিত 'শিবায়ন' কাব্যগ্রন্থে মাল্যদান করেন সভাপতি প্রশান্ত কুমার (বড়), প্রধান অতিথি ছিলেন অতীত দিনের প্রখ্যাত ফুটবলার ও রাজ্যের খো খো–র জনক প্রণব কুমার রায়।

২০১৪ সালে রসপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং রসপুর বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত মহেন্দ্র মন্ডল (মাধ্যমিক ৫৭৮) কৃষ্ণেন্দু চোংদার (উচ্চমাধ্যমিক ৩৭১), পারমিতা দাস (মাধ্যমিক ৫৫৭)কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রসপুর রায়পাড়া মাতৃভান্ডার এর মাতৃসেবকদের ১২৫ বছরের স্মরণ সম্মান–মেমেন্টো তুলে দেওয়া হয়।

স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানে আশিস কুমার রায় জানালেন রামকৃষ্ণ রায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে আগামী দিনে রামকৃষ্ণ রায়ের স্মৃতি স্তম্ভ, তার নামে মেলা করার পরিকল্পনা আছে। আমতা থেকে বালিচক পর্যন্ত দামোদর নদের মুখে সড়ক পথের নামকরণ রামকৃষ্ণ রায় সরণী করার প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দীপঙ্কর মান্না ও অসীম মিত্র। সবশেষে বালি হাওড়া–র ''পরিচায়ক'' সংস্থার প্রযোজনা মহাবীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–এর ''বিসর্জন'' নাটক উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বিজেপির শাখা চন্দননগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভারতীয় জনতা পার্টি চন্দননগর মণ্ডল শাখার উদ্যোগে গত ১৯ অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এরই পাশাপাশি এদিন চন্দননগরে বিজেপির একটি কার্যালয় উদ্বোধন হয়। চন্দননগর মণ্ডল শাখার সভাপতি নিত্য ঘোষ দস্তিদার বলেন, দীর্ঘদিন এই শহরে বিজেপির কোনো ও কার্যালয় ছিল না। এখন হাটখোলায় কার্যালয় হওয়ার দরুণ এখান থেকে বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীদের জনসংযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সর্বত্র দলীয় কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থা করা হবে। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অসীম সরকার। তাছাড়া আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে কিভাবে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসা যায় সে কথাও উঠে আসে। এছাড়া মন্ডল শাখার সম্পাদক প্রদীপ সমাদ্দার বলেন আসন্ন পুরসভা ভোট ও ২০১৬তে বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবির বৃহত্তম দল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে উঠে আসবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য, রাম পদার্থ ঠাকুর, মোহন দাস, লোকনাথ সাউ, বিশ্বজিৎ রায়, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, অরুণ দাস, দুলাল ব্যানার্জী, সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখরা। অনুদিকে এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে অনেকেই ওই দিন বিজেপিতে যোগদান করেন।

ঐতিহাসিক জয়

কৌশিক মজুমদার

বাংলার মানুষ শান্তি চায়
তাই এসেছেন দিদি,
দেশের মানুষ স্বস্তি চায়
হাওয়া পেলেন মোদি।
গণতন্ত্রে বিরাট পরিবর্তন
এনেছে মানব,
বহু বছর থাকুক এ'রীতি
সরেছে দানব।
পুলিশ প্রশাসন সজাগ এখন
জনসেবায় দৃষ্টি
ঐক্য শান্তি শৃঙ্খলা
থাকবে বজায়
রইবেনা অনাসৃষ্টি। Advt.

ভ্রমণ

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/
৯৫৯৩৪৫০৪৫৩

ই–মেল:
prithatravels@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভাঙ্গড়–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধিনে আগামী ২০১৫ বর্ষের জন্য প্রকল্পের খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করনের জন্য স্টোরিং এজেন্ট এবং স্টোরিং এজেন্টের গুদাম থেকে প্রকল্পের ২৯৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে উপরোক্ত কার্য্যালয় থেকে টেন্ডার পেপার সরবরাহ করা হবে আগামী ০১/১২/২০১৪ তারিখ হইতে ২১/১১/২০১৪ তারিখ পর্য্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্য্যন্ত এবং টেন্ডার পেপার গ্রহণ করাহবে কেবলমাত্র ইংরাজী ২২/১২/২০১৪ তারিখ বেলা ৩টে পর্য্যন্ত। টেন্ডার খেলার দিন এবং স্থান টেন্ডার পেপার দেওয়ার সময় জানানো হইবে।

স্বাক্ষর
সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ভাঙ্গড়–২, সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১২৬৫(২)/মেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/৫.১০.১৪

শোক সংবাদ

প্রয়াত কালীবাবু

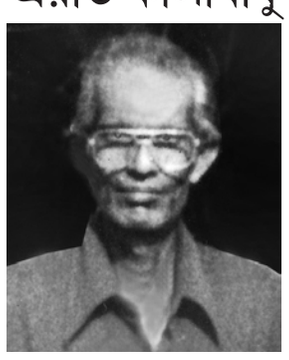

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির দীর্ঘ দিনের সঙ্গী আবাসিক কালীদাস ঘোষ গত ২৩ অক্টোবর শ্যামাপুজোর দিন বেলা দেড়টায় কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৮ সালের সমিতির অনাথ আশ্রম শিশু কল্যাণ ভবন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে অবিবাহিত কালীবাবু সবকিছু ত্যাগ করে সমিতির কাজে যুক্ত হন। আমৃত্যু ৮২ বছর বয়সেও সেই কাজেই যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর দিন গভীর রাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। আমরা 'সমিতি' ও 'আলিপুর বার্তা'র পরিবারের তরফ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এনআইটি নং ০১/কুল/সাউথ ২৪ পরগনা, তারিখ : ০৫/১১/২০১৪। একটি কংক্রীট রাস্তার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ বিবরনের জন্য wbtenders.gov.in সাইটে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

1961/07.11.2014

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ ও অ্যাকাডেমি
YOUTH TRAINING CENTRE

Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

সত্যমেব জয়তে

Government of West Bengal
Office Of The Block Development Officer
BARUIPUR Development Block
Piyali Town, South 24 Parganas.

ADVERTISEMENT

NIT NO. 14/BPS OF 2014–15
Memo no. 636/BPS dt. 07.11.2014

Sealed tenders are invited from bonafied and experienced contractors and registered co–operative societies for different construction work under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date of Application for tender paper : 24/11/2014 between 11 am to 4.00 pm.
B) Date and time of issuing tender paper : 26/11/2014 between 11 am to 3.00 pm.
C) Last date and time for receiving of tender form : 28/11/2014 within 2.00 pm.
D) Date and time of opening of tender form : 28/11/2014 at 3.00 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED.

Executive Officer
Baruipur Panchayat Samity

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ডায়মন্ডহারবার ২ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী –(১) গুদামজাত করার জন্য মজুতকারী ও (২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গওয়াড়ী কেন্দ্রে বহনকারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ ও ইচ্ছুক ঠিকাদার/সংস্থার নিকট থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

বিশদ বিবরণ সহ দরপত্র ফর্ম এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী ২১ দিন (সরকারি ছুটির দিন বাদে) বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিনামল্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয় থেকে পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ডায়মন্ডহারবার ২ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১২৬৬(২)/জেতসব/দক্ষিণ ২৪পরগনা/৫.১০.১৪

ঐতিহ্যপূর্ণ এক রাস্তা: মৈতনা থেকে মানিকাবাসান

যাওয়া আসার পথে পথে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

একসময় যার ধূলিধূসর রূপ, মোমের মত যার কোমল অঙ্গ, যার দু'প্রান্তের প্রসাধনহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য – আমার মতো অবাক হওয়া নবীন পথিক – পাখির ক্লান্তি দূর করে দিত বারংবার তাকে মনে পড়ে। ইচ্ছে করে – যাইতো একবার তাকে প্রণাম করে আসি, তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার শৈশব – কৈশোরের ভারহীন দিনগুলোকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করে আসি।

গ্রামপ্রান্তে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল বালিয়াড়ির বিস্তার, তার দক্ষিণ প্রান্তে মৈতনা গ্রাম, তার প্রান্ত ঘেসে শাড়ির পাড়ের মত বিছানো আছে কাঁথি–দিঘা গ্রামীণ রাস্তাটি। সাধারণত গ্রামের রাস্তাগুলোর প্রান্তভাগে থাকে বর্ধিষ্ণু কোনো ব্যবসাকেন্দ্র বা উন্নত জনপদ। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর এক প্রান্তে আছে কাঁথি মহকুমা শহর, অন্যপ্রান্তে সমুদ্র শহর ও পর্যটনকেন্দ্র দিঘা। বড় গঞ্জ–হাট দেপাল, এই রাস্তার ওপরই অর্থাৎ রাস্তাটির দু'প্রান্তে আছে ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্র আর শহরের সুবিধা, সে কোনও কাল থেকে বলা যায় না। এ পথের বয়সে যেমন কৌলীন্যের মর্যাদা, তেমনই দৈর্ঘের নিরিখে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব, আর একটি কারণে রাস্তাটি উল্লেখ্য। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অবস্থান করেছিলেন, তখন 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের সূচনাকাল। তখন হয়তোবা এই বালিয়াড়ি–বিস্তৃত গ্রামপথ ধরে মফ:স্বলে পালকি বাহনে যাতায়াত করেছেন।

মন উদাস করা এই পথে অনেক স্মৃতি। একটা নস্টালজিয়া আছে এই রাস্তা ঘিরে। চারদিকে বালিয়াড়ি, মাঝখান দিয়ে এর বুক চিরে চলে গেছে পিচ রাস্তাটা। মৈতনা থেকে মানিকাবাসান। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার শেষ প্রান্তের গ্রাম–পথ। এর খানিকটা দূরে একদিকে এগরা থানা, অন্যদিকে কাঁথি থানা। লম্বায় এই রাস্তা প্রায় তিন কিলোমিটার। কয়েকদিন আগে আজন্ম চেনা এই রাস্তায় হাঁটছিলাম। প্রথমেই 'বক্সীবাজারে' গিয়ে চোখ আটকাল। বাজারটা আগের থেকে বেশ বড়সড় হয়েছে।

প্রচুর মানুষ। হরেকরকমের দোকান। স্মৃতি উসকে দিল, প্রায় ৩৫–৪০ বছর আগের কিছু ঘটনা। ভর বিকেলেও তখন গা ছমছম করত। একদিন বিকেলবেলা এক মহিলাকে দৌড়ে এসে রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জল ঢাললে জ্ঞান ফেরার পর তিনি বলেছিলেন, 'মা কালীকে এই রাস্তায় হাঁটতে দেখলাম।' সবাই এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে হাত জুড়ে নমস্কার করেছিলেন।

এখানে সেই বিখ্যাত মা–কালীর মন্দির আছে। সন্ধের আগে এই বাজারের পেছনে কালী মন্দিরে রোজ আসতেন আমাদের বন্ধু ভূতত্ত্ববিদ তুলসীপ্রাসদ দাস মহাপাত্র–র দাদু তারিণীপ্রসাদ দাসমহাপাত্র আর আমার দাদু ব্রজমোহন বড় পণ্ডা। ওঁরাও উভয়ে বন্ধু ছিলেন। এঁরাই এই কালী মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেছিলেন। দুই বন্ধু মন্দিরের চাতালে বসে খানিকক্ষণ গল্প করতেন। তারপর আবার ফিরে যেতেন যে যার বাড়ি। পাশে যে আনন্দময়ী হাইস্কুল, সেটাও এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখনতো ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজ হত। গ্রামবাসীরাও সহযোগী হতেন। মন্দিরের পাশে হটীচরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। আগে মাটির বাড়ি ছিল। প্রতি বর্ষায় ভেঙে পড়ত। এখন সেই স্কুলের পাকা বাড়ি। বাজার ছাড়িয়ে এগোচ্ছি।

খানিকটা গেলেই বেলবনী শহিদতীর্থ। ১৯৪২ এর অগস্ট বিপ্লবে এখানে কয়েকজন শহিদ হয়েছিলেন একদিনে। শহিদরা এখানকার স্থানীয় মানুষ ছিলেন। এখন শহিদতীর্থের পাশেই একটি ক্লাব। সেই ক্লাবে একটি লাইব্রেরি হয়েছে। লাইব্রেরির সামনে কয়েকজন ক্যারাম পিটছে।

আর একটু এগিয়েই 'হাড়িপাড়া', কেউ কেউ বলেন 'হাড়িসাই'। গান্ধিজী যাঁদের 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছিলেন। এঁরা আগে পাল্কি বইতেন, আর ছিল তাসা পাটি – বাজনা বাজাতেন এঁরা। পাল্কির পরে এঁরা 'পরিযান' বইতেন। পাল্কিতে কোনো সাজসজ্জা ছিল না। বিয়েতে বর কনে দুটি পাল্কিতে যেতেন আসতেন। আকারে একটু ছোট ছিল পাল্কি। পরিযান–এ বর–কনে একসঙ্গে যেতেন। বেশ রকমারি সাজ ছিল তার। পাল্কি বা পরিযান বয়ে নিয়ে যেতেন এই হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। পাল্কি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বেহারারা, যাঁরা বয়ে নিয়ে যেতেন, তাঁরা গান গাইতেন। সেই গানের ছন্দে পরিশ্রম লাঘব হত। গানের মাধ্যমেই সামনের বেহারারা রাস্তার বর্ণনা দিতেন, যাতে পেছনের লোকেরা সেইভাবে পা ফেলে এগিয়ে চলে। পরবর্তীকালে কাঁধে বওয়ার বদলে রিক্সায় যেত এই পরিযান। ধীরে ধীরে সেটাও উঠে যায়। এসবের বদলে ঢুকে পড়ে গাড়ি। কারণ আগে পাশাপাশি গ্রামে বিয়ের চল ছিল। পরবর্তীকালে দূরে দূরে বিয়ে হতে লাগল। তখন পাল্কি বা পরিযানে বর–কনে বয়ে নিয়ে যাওয়াতো মুশকিল। এই পাল্কি যে শুধু বিয়েতে ব্যবহৃত হত, তা নয়, অসুস্থ কাউকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য, আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যবহার হত।বিশেষ করে বাড়ির নতুন বউতো পাল্কি ছাড়া যেতেনই না।

> হাড়ি পাড়ার লোকেদের বাজনা বাজানোর চল অনেকদিন ছিল। এখন অবশ্য বিয়েতে আর বাদ্য–বাজনা দেখিনা। তবে, পুজোয় বাদ্য বাজানোর জন্য এখনো এঁদের ডাক পড়ে।

হাড়ি পাড়ার লোকেদের বাজনা বাজানোর চল অনেকদিন ছিল। এখন অবশ্য বিয়েতে আর বাদ্য–বাজনা দেখিনা। তবে, পুজোয় বাদ্য বাজানোর জন্য এখনো এঁদের ডাক পড়ে। একসময় খুব গরিব ছিলেন এঁরা। লোকের বাড়িতে চেয়েচিন্তে খেতেন। এখন উঁকিঝুঁকি মারলে কয়েকটা পাকা বাড়ি চোখে পড়ে। মানুষগুলোর চেহারাও বদলেছে। সেই হাড় জিরজিরে অবস্থাটা নেই। একটা চাকচিক্য এসেছে তাঁদের চেহারায়ও।

'হাড়িপাড়া' ছাড়িয়ে এগোলেই বাশুলী দেবীর মন্দির। আগের মাটির ঘরের বদলে এখন কংক্রিটের মন্দির। সাধারণভাবে বাশুলীর মুখ বা হিন্দু অন্য দেবদেবীর মুখ থাকে পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে। পশ্চিম বা উত্তরে নয়। এখানে বাশুলীর মন্দিরের মুখ পশ্চিম দিকে। এই নিয়ে গবেষকদের চর্চা করার সুযোগ আছে।

মনে পড়ল, আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ আগে একদিন দাদুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম, এই বাশুলী মন্দিরের সামনে দিয়ে। ঠিক এখানেই দেখা হয়েছিল বিষ্ণুপদ পট্টনায়কের সঙ্গে। তিনি এখানকার একটি স্কুলের মাষ্টারমশাই ছিলেন, আবার স্বাধীনতা সংগ্রামও করেছিলেন। দাদুর হাতে একটা বড় চটের ব্যাগ। ওতে চাল। দাদু এই চালের ব্যাগটা নিয়ে চলেছেন তাঁর এক বন্ধুকে দেবেন বলে। ওঁরা খুব গরিব। মাষ্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন,

– ব্রজমোহন দা, কোথায় যাচ্ছেন?

– ধাড়াস।

– অতবড় ব্যাগে কী?

– আনাজপত্র, নারকেল, এইসব আর কি।

এগুলোও ছিল, কিন্তু দাদু চালের কথাটা বললেন না। পরে দাদুকে জানতে চাইলাম, চালের কথাটা কেন বললেন না। দাদু বললেন, 'আনাজপত্র–নারকেল দেওয়ার কথা লোকে জানলে ক্ষতি নেই। কিন্তু চাল দেওয়ার কথা জানলে, যার বাড়ি যাচ্ছি উনি ওদেরকে খুব অসহায় বা গরিব ভাববেন। আর ভাববেন, আমি ওদের খুব উপকার করি। আসলে কোনো মানুষের সাহায্য করলে, সেটা কাউকে জানতে দিতে নেই। তাহলে, যাকে সাহায্য করা হল, তাকে ছোট করা হয়।'

এখন সেই ধসধসে বালির রাস্তাটা নেই, বদলে হয়েছে কালো পিচের রাস্তা, নেই সেই মানুষগুলোও, আর সেই নীতি–দর্শন – এসবের সমাধি কবেই ঘটে গেছে। এখন উপকৃতকে মঞ্চে ডেকে সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। উপকৃত জিনিস পাওয়ার পর সবাই হাততালি দেন। আর উপকৃত নমস্কার করেন বিনীতভাবে। কি দৃশ্য না! উপকৃতের মাজা ভেঙে চৌচির করলে তবেইতো মজা। গরিবকে নানাভাবে ছ্যাঁচার চক্রান্ত।

আরো এগোতে থাকি। খানিকটা এগিয়েই 'মাইতি হাট'। নামে হাট হলেও, একসময় ধূ ধূ ফাঁকা পড়ে থাকত। এখন রবিবার আর বৃহস্পতিবার সন্ধের সময় জমজমাট হাট বসে এখানে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। একটা ভাঙা 'বাজাজ এম ৮০' –তে ঝুড়ি ভর্তি সামুদ্রিক মাছ আনলেন একজন। আগে এই মাছ আসত বাঁকে করে। প্রায় ২০ কি.মি দূরে সমুদ্র থেকে জেলেরা এই মাছ আনতেন হেঁটে। এখন এসবও বদলেছে। সবাই মাছওয়ালাকে ঘিরে ধরল। আমিও মাছ কিনতে চাই। কিন্তু কেউ দাম জিজ্ঞেস করছে না। বুঝলাম, কেউ প্রথম খদ্দের হতে চাইছে না, তবেতো দাম কমানো যাবে না। বাধ্য হয়ে আমিই দাম জানতে চাইলাম। সেই দামেই কিনতে হল। আমিও সেই সংস্কারটা মেনে চললাম। নতুবা বিক্রেতার মনটা খুঁত খুঁত করবে। এই সংস্কারগুলো এখনো টিকে আছে গ্রামে–গঞ্জে', শহর বাজার সর্বত্র।

মাইতি হাট–এর পাশে 'শিশুসদন'। কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী মৈত্রেয়ী বসু এই 'শিশুসদন' তৈরিতে যুক্ত ছিলেন। এই মৈত্রেয়ী বসু ঠাকুরপুকুরে তাঁর স্বামীর নামে স্বদেশ বসু হাসপাতাল তৈরি করেছেন। তিনি আরো অনেক কাজ করেছেন। আগে 'শিশুসদনে' বাচ্চারা থাকত। এখন আর এসব নেই। তবে নামটা টিকে আছে। এখানকার পোস্ট অফিসের নাম শিশুসদন। এসব পেরিয়ে এগোচ্ছি। ধাড়াস–এ পৌঁছলে পাকা রাস্তার ওপর 'রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির ও সংগ্রহশালা'। মানিকাবাসান হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক রজনীকান্ত মাইতির নামে এই সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছিল তাঁর কিছু প্রাক্তন ছাত্র এবং ছেলে অরবিন্দ মাইতির উদ্যোগে। প্রাচীন বহু পুরাকীর্তি, লোকশিল্প সংগৃহীত হয়েছে এখানে। ভালো লাগে নানা অসুবিধার মধ্যেও এই সংগ্রহশালার কিউরেটর তথা যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দ মাইতি নানা জিনস সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা করে যাচ্ছেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে অনেক মানুষ আসেন এখানে। এই এলাকার কথা ছড়িয়ে পড়ে সেইসব দর্শক–গবেষকের মাধ্যমে।

ফাঁকা বালিয়াড়ির ওপর আরো কত কি হয়েছে, কত বাড়ি হয়েছে। আগে গা ছমছম করত এই রাস্তায় হাঁটতে। চারদিকে কোনো মানুষ চোখে পড়ত না। আর এখন লোকে লোকারণ্য। গ্রামের ভেতর থেকে মানুষরা উঠে এসেছেন বড় রাস্তার পাশে। গ্রামের ভেতর থাকার চাইতে যেন এই রাস্তাই সকলের কাছে আকর্ষণীয়। পাকা রাস্তা দিয়ে ছোটে মিনিবাস, ট্রেকার, লরি, আরো কত কি! তার ধুলো এসে পড়ে বাড়ির উঠোনে। বাড়ির কত্রী, ছোট মেয়েটার হাত ধরে দাঁড়িয়ে দেখেন লোক বোঝাই গাড়িগুলো। কেমন যেন গতি এসেছে এই গ্রামীণ জীবনেও। এইসব ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি। সামনেই মানিকাবাসান। খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঢুকে পড়ি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। ওরা হৈচৈ করে ওঠেন। গ্রামের বন্ধু আত্মীয়ের আগমনে উদার অভিনন্দনটা আজও আছে।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

অরূপ রতন

সায়াহ্নে (পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা–৯৩) (সম্পাদক–বিনয় দত্ত)–আগাগোড়া সুরুচির ছাপ বর্তমান সংখ্যাটিতে। দীপালি কুণ্ডুর কবিতায় ওপার বাংলার পুজোর স্মৃতি ভেসে উঠেছে। এছাড়াও উল্লেখ করার মত কবিতা লিখেছেন নিতাই মৃধা, আরতি দে, শান্তনু মিত্র, রঞ্জিত মুখার্জী, বিধান সাহা প্রমুখ। সম্প্রতি–প্রয়াত কিংবদন্তী আলোক–শিল্পী খালেদ চৌধুরী–র কথা লিখেছেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরি কাজটির জন্য ধন্যবাদ দিতেই হয়। সম্পাদকের জলপাইগুড়ি ইকো–পার্ক ভ্রমণ–কথাটি পাঠকদের আগ্রহ ধরে রাখে। শচীন কুমার চক্রবর্তীর গল্পটি নিছক মেলোড্রামা, দুরারোগ্য ব্যধির আক্রমণে তিল তিল মৃত্যুই যার উপজীব্য, কিন্তু এতে গল্প কই? মঞ্জু চক্রবর্তীর (সেই মেয়েটি) গল্পটি–র মধ্যে চমকের উপাদান থাকা সত্ত্বেও বড় সাদামাটাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জিতেন রাউত–এর আমার কথা, লেখকের নিজের কথাই রয়ে যাচ্ছে। পাঠকেরা একাত্ম হতে পারছেন কি?

শব্দের ঝংকার (সালকিয়া, হাওড়া) সম্পাদক–সুনীল মুখোপাধ্যায় ও স্বপন পাল–সন্ধ্যা ধাড়া, গিরিজাশঙ্কর মুখার্জী, অমিতাভ দাস, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, বাসবী মজুমদার মিত্র, আরণ্যক বসু, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখের কবিতা মনের খোরাক মেটায়। সম্প্রতি প্রয়াত কবি অরূপ রায়চৌধুরী–কে স্মরণ করে লেখা কবিতা/গদ্য লেখাগুলি একত্রে সাজালে ভালো হত। প্রয়াত কবির একটি রচনাও এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু নামের আগে চন্দ্রবিন্দ কেন! আজ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন লেখা ছাপলে, তাঁর নামের আগে কি চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে! সমরজিত চক্রবর্তী ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ দুটি (যথাক্রমে ভারতের প্রথম জুডিশিয়াল কমিশনার/শ্বেতাঙ্গ–কৃষ্ণাঙ্গ পার্থক্য) তারিফ আদায় করে। সঞ্জীব চক্রবর্তী–র ছোটগল্প শিকড় বলিষ্ঠ রচনা, কাহিনি–বিন্যাসেও বৈচিত্র রয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন সংস্কার–মুক্ত চিন্তা ভাবনার প্রতিমুখ, সেখানে জ্যোতিষ–চর্চা ঢুকে পড়ল কেন কে জানে। তবে কি লিটল ম্যাগাজিনও বাণিজ্যিক পত্রিকার মত বিজ্ঞাপন দাতা–দের দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী!

শব্দকিরণ (আদান, পো–জনাই, হুগলি) সম্পাদক–সমরজিত চক্রবর্তী – দুরন্ত প্রচ্ছদ–চিত্র নিয়ে হাজির অষ্টম বর্ষের শব্দকিরণ। শুরুতেই সদ্য প্রয়াত প্রবীণ কবি অরূপ রায় চৌধুরীর লেখা কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন সংক্ষিপ্ত পরিসরের নিবন্ধ প্রবাদ–প্রতিম মঞ্চ–জাদুকর খালেদ চৌধুরীকে স্মরণ করিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন করেছেন। সম্পাদকের রাণী শঙ্করী নিবন্ধটিও কৌতুহল জাগায়। বিশ্ব–বন্দিত জাদু সম্রাটের স্মৃতিচারণ করেছেন জাদুকর এইচ ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাসাগরকে নিয়ে পাপিয়া চক্রবর্তীর নিবন্ধ দুটিও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দেয়। কবিতা বিভাগে নামি দামি কবিদের (যশোধরা রায়চৌধুরী, মন্দাক্রান্ত সেন, আব্দুস শুকুর খান প্রমুখ) পাশাপাশি বিদিশা সরকার, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশ, সঙ্গীতা দাস, সুনীল মুখোপাধ্যায় যোগ্য সঙ্গত করেছেন। গল্প বিভাগে বিনয় ভড়ে–র গল্পটি এই সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাস্তব সমস্যার কথা বলে, সাহসী রচনা। সুকুমার মণ্ডলের গল্প বিবাহ–পর্ব–এর মজা শেষ পর্বে এসে ধরা দেয়। সুচিত চক্রবর্তীর কোচবিহারের মদনমোহন মেলার ভ্রমণ কথাটি তথ্য–সমৃদ্ধ।

আকিঞ্চন (জজবাগান, কলকাতা–৮২) (সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য) সবকটি কবিতাই প্রতিবাদে মুখর, আমাদের বিবেকের চোখে আঙুল গুঁজে দেয়। ধন্যবাদ প্রাপ্য মিহির চৌধুরী, কালিশংকর বাগচী, সুপ্রিয় বাগচী, অরুণ তপস্বী প্রমুখের। সদ্য–প্রয়াত ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের উপর সো সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি অনবদ্য। গোটা পত্রিকায় নেই কোন অলস বিলাসী সাহিত্য, রয়েছে এই সময়ের দর্পণ, যা আমাদের চোখ ফেরায় বাস্তবের মাটিতে।

মাঙ্গলিকী

রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারে সাহিত্য সংস্কৃতির আসর

সম্প্রতি উপরিউক্ত সংগঠনের একটি আসরে বহু কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। শিবানী দত্ত ও সুরজিত দাসের দ্বৈত উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে আসর শুরু হল। সঞ্চালনায় যথারীতি কবি, বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী ছিলেন। তিনি জানালেন, আগের ঘোষণা মতোই কবি রত্নেশ্বর হাজরা তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বিরাট বইয়ের ভান্ডার পাঠাগারকে দান করেছেন,এই সাথে ১০০০০ (দশ হাজার টাকা) অনুদান হিসাবে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, উপস্থিত সকল সুধীজন উষ্ণ করতালি দ্বারা এই 'দান'–কে সম্মান জানালেন (সকলে উঠে দাঁড়িয়েই অভিনন্দন জানালেন)। এই সঙ্গে আরও ঘোষিত হল, সকলের সমর্থনেই শ্রীরত্নেশ্বর হাজরাকে এই মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির আসরের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করা হল, কারণ তাঁর এই সংগঠনের প্রতি ভালবাসা, তাঁর কবি–যশ, সংগঠনকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ঘোষণার অব্যাবহিত পরে শ্রী হাজরা কৌতুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তিনি যেহেতু এই সংগঠনে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, সেইজন্যই কি এই সম্মান লাভ?('সিনিয়র সিটিজেন'–অবশ্যই তা নয়!)

শ্রী রত্নেশ্বর হাজরা এদিন কবিতা–র চরিত্র নিয়ে তাঁর যা অভিমত জানালেন তা হল এই কবিতার কাঠামো হল যথাযথ শব্দ চয়ন; প্রয়োজনে অশ্লীল শব্দকেও কবিতায় রাখা যায়, যদি তার যথাযথ প্রয়োগ হয় তখন অশ্লীল শব্দ আর 'অশ্লীল' থাকে না, সে কবিতারই অঙ্গ হয়ে ওঠে (এই প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদক স্মরণ করছেন, কিছুদিন আরো এই আসরেই একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জনৈক কবি। কবিতাটি মানব মানবীর প্রেম নিয়েই রচনার প্রয়াস, কিন্তু কিছু অশ্লীল শব্দের ভুল প্রয়োগের ফলে কবিতাটি প্রতিবেদকের মনে হল যেন এক সংক্ষিপ্ত কামশাস্ত্র ধর্মী কাহিনী। শ্রী হাজরা আরও বললেন, কবিতায় ইঙ্গিতে অনেক কথা বলা যায় আর তা পাঠককে মননশীল চিন্তার খোরাক যোগায়। অবশ্য অনেক 'কবিতায় গল্পও থাকে, এই সব কবিতা আবৃত্তির উপযুক্ত। আর হাঁ, কবিকে সব রকম পড়তে হবে, সেটা যেন কবির সব সময় খেয়াল থাকে। পরে শ্রী হাজরা আসরকে আরও সমৃদ্ধ করলেন তাঁর অনবদ্য রচনা, 'লাগাম ছাড়া হতচ্ছাড়া' কবিতাটির যথাযথ পাঠের মাধ্যমে। এদিন যাঁরা মননশীল স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন তাঁরা হলেন জয়ন্ত দত্ত, সুব্রত ভদ্র (বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি), শাশ্বতী সরকার। বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তিতে আসরকে উজ্জ্বল করলেন তাপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা অধিকারী, সুরজিত দাস, সৌরীন চ্যাটার্জি, দীপন সেনগুপ্ত, উদয় চক্রবর্তী, গানে গানে আসর মাতালেন দেবাশিস গুহ, সুব্রত ভদ্র। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের একটি বই, 'দেবগণের মর্তে আগমন', বইটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন, পরে দেখান মজাদার জাদু। আসর শেষ হল রাত্রি নটা পার করে।

ওঁ তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

প্রতিটি জীবের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আত্মা থাকে। কেহ কেহ প্রশ্ন করে আত্মা কত আছে? পৃথিবীতে তো লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর উত্তর হল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে কত জলের অণু আছে বা সূর্য কিরণের মধ্যে কত আলোক কণা আছে সেই রকম প্রশ্নের মত। ভগবানের অঙ্গ থেকে সে চিৎকণা নির্গত হয় তার সংখ্যা অনন্ত অসীম। তিনি সদাই পূর্ণ ওঁ পূর্ণমদঃ।

৮৪ লক্ষ রকমের জীব যোনি আছে এই সকল প্রজাতির খাবারের ব্যবস্থা কে করেছেন? আমরা সচরাচর বলে থাকি ভগবানকে ডাকলে কি পেট ভরবে? আবার কেউ কেউ বলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি–পেটে ক্ষিদে থাকলে ভগবানের নাম হয় না–এই সব ভুল তত্ত্ব মানুষের মাঝে খাড়া করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করছে। মানুষকে ভগবৎ বিমুখ করে তুলছে। তাতে সমাজের অমঙ্গল হচ্ছে। বৈদিক শাস্ত্র বলছে:–

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।

ভগবানকে খুশি করলে কেহ অভুক্ত থাকে না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ও ভাগবতের একটা করে উপাখ্যান, বোধহয় লোক শিক্ষার খুব কাজে লাগবে।

একবার মহাঋষি দুর্ব্বাসা দুর্যোধনের অনুরোধে কাম্যকবনে বনবাসী পাণ্ডবদের গৃহে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত দ্রৌপদী যত অতিথিই হোক না কেন সকলকেই খাবার দিতে পারতেন। কিন্তু সূর্যাস্তের পর বা দ্রৌপদীর খাবার পর আর কাউকে অন্নভোগ দিতে পারতেন না। সন্ধ্যার পর দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্টিরের কাছে এসে বললেন। আজ রাতে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করুন। আমরা নদীতে স্নান করে আসছি। যুধিষ্ঠির মহাবিপদ দেখলেন। পাণ্ডবেরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কুটিরে এক কণা অন্ন নেই। তারপর দশ সহস্র শিষ্য সমেত দুর্ব্বাসার আহারের আয়োজন করতে হবে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে এইসব কথা বলার পর দ্রৌপদীও প্রমাদ গণলেন। তিনি তখন বিপদভঞ্জন হরি কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন– হে কৃষ্ণ তুমি রক্ষা কর — ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু কৃষ্ণ–সেইরাত্রে কাম্যক বনে দ্রৌপদীর কাছে এসে বললেন কৃষ্ণা আমার বড় খিদে পেয়েছে আমাকে কিছু খেতে দাও। দ্রৌপদীর হাঁড়িতো শূন্য। কিছুই খাবার নেই। ভগবান স্বয়ং খেতে চাইছেন আর খাবার কিছুই নেই এতো ভাবাই যায় না। দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে ভাতের হাঁড়ি এনে কৃষ্ণকে দেখালেন। কৃষ্ণ দেখলেন হাড়ির এক কণায় একবিন্দু শাক ও একটি অন্ন আছে। তিনি সেটি অত্যন্ত খুশি মনে ও আনন্দ সহকারে গ্রহণ করলেন। দ্রৌপদীকে বললেন, বড় তৃপ্ত হলাম।

ভগবান তৃপ্ত হলে জগতে আর কেউ অতৃপ্ত থাকতে পারে? না পারে না।

তস্মিন তুষ্টে জগত তুষ্ট

সর্বভূতে আত্মা রূপে সেই নারায়ণ।

তাহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন।। (মহাভারত)

ভগবান তৃপ্ত হলেন দুর্ব্বাসা ঋষিরও দশ সহস্র শিষ্যের সবাইয়ের পেট ভরে গেছে তারা সবাই পূর্ণাহার হলে যা হয় তাদের তাই হল। শিষ্যরা সবাই দুর্ব্বাসাকে বললেন গুরুদেব আমরা আজ রাত্রে কিছুই খাবো না।

দুর্ব্বাসা ভয় পেলেন তিনি যুধিষ্ঠিরকে খাবারের কথা বলেছেন এখন ভাবছেন যদি কেহ না খাই তবে তো অপরাধ হবে তখন শিষ্যেরা যে যার মতো পালিয়ে গেলেন।

এই ঘটনা মানব জীবনের একটা চরম শিক্ষা–ভগবান তুষ্ট হলে কোন জীব অভুক্ত থাকে না। তাই আমাদের সকলের উচিৎ ভগবৎ সেবা করা।

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট

এই সৃষ্টিতে ৮৪ লক্ষ প্রজাতি আছে তার মধ্যে মাত্র ৪ লক্ষ মানুষের প্রজাতি বাকি ৮০ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি আছে তাদের জীবনের খাদ্য কে জোগাচ্ছে? নিশ্চয় মানুষ নয় — ঈশ্বরই এমন খাদ্য শৃঙ্খল করেছেন যে কেহই না খেয়ে মরে না।

ভাগবতের একটি উপাখ্যান যা হয়তো আপনাদের জানা আছে বলছি :–

কৃষ্ণ–সুদামা উপাখ্যান–বৃন্দাবনে থাকার সময় সুদামা কৃষ্ণের সখারূপে বৃন্দাবনে বিভিন্ন মধুর লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হয়ে রাজত্ব করছিলেন। সুদামা খুব দারিদ্রতার মধ্যে সাদাচার সত্যনিষ্ঠভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেন। দারিদ্রতার তাড়না সহ্য করতে না পেরে সুদামার স্ত্রী স্বামীকে বললেন, দেখ দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা ছিল। তার কাছে তুমি গিয়ে তোমার দুঃখের কথা বলো না । সুদামা স্ত্রী কথায় প্রথম প্রথম কোন কর্ণপাত করতেন না কিন্তু এক সময় বাধ্য হয়ে সামান্য চিড়া নিয়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু রাজার সাথে দেখা করা ভিখারিবেশী সুদামার পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার। দ্বারকার দুয়ারে গিয়ে সুদামা আটকে গেলেন। বিষণ্ণ মনে ফিরে আসছেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সবই জানেন। তাই রাজ সিংহাসন ছেড়ে দৌড়ে তিনি বাহিরে এসে সুদামাকে ডাকলেন। তাকে আলিঙ্গন করলেন দ্বারকায় পাহারাদাররা অবাক হয়ে গেলেন। একজন ভিখারির সাথে রাজা আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাকে রাজপুরের অন্দরে নিয়ে গেলেন বন্ধুর হাত পা মুখ ধোবার জল দিয়ে বললেন, বন্ধু তুমি আমার জন্য কি এনেছ? সুদামা লজ্জায় মাথা নত করে সেই সামান্

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা

বিচারকমন্ডলী: সুদীপ কুমার দাস, মলয় সুর, বাপন মন্ডল, সুলগ্না মুখোপাধ্যায়, অর্চিতা সরদার।

● সেরা প্রতিমা : কালীতলা বারোয়ারি ● সেরা মন্ডপ : হাজিনগর লিচুতলা বারোয়ারি পুজো কমিটি ● সেরা মুখোশ্রী : মানকুন্ডু নিয়োগী বাগান

বাগবাজারের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীতলা বারোয়ারি পুজোয় কচিকাচারা

গন্দলপাড়া অম্বিকা অ্যাথলেটিকের পুজো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলিপুর বার্তা পত্রিকার বিচারকরা

মানকুন্ডু নতুনপাড়ার আলোকসজ্জা

শ্রাবন্তী সরদার

মৈত্রী সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো, আশুতি

মহেশতলার আশুতি ১নং অঞ্চলের মৈত্রী সংঘ ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজো ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের সবথেকে বড় পুজোর তকমা জোগাড় করে ফেলেছে। এবছরে ৩৫ তম বর্ষে পা দিয়ে এই পুজোমন্ডপ সেজে উঠেছে ওড়িশার ধবলগিরির অনুকরণে। মৈত্রী সংঘের এই পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডি.এস.পি (শিল্প) অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন মহেশতলা থানার ও.সি. শুভাশীষ চৌধুরি, জিঞ্জিরাবাজার তদন্তকেন্দ্রের বড়বাবু এবং আশুতি কালীতলা তদন্তকেন্দ্রের বড়বাবু কাঞ্চন মিত্র। পুজো সম্পাদক শম্ভুনাথ নস্করের থেকে জানা গেল প্রায় ১৭ বছর আগে এই ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ধবলগিরির অনুকরণে মন্ডপ হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেই মন্ডপ ভেঙে পড়ে। সেই সময়কার পুজো কমিটির প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই মৈত্রী সংঘের এবছরের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্য হেমকান্ত নস্কর জানালেন, 'পুজোর পাশাপাশি তাঁরা সারাবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তাদের সমস্ত কর্মকান্ডেই সব ধর্মের মানুষ যুক্ত থাকেন।'

ছবি : অন্তরা সুতার

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার তাঁর বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন।

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ওয়াগা

এবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের ওয়াগা সীমান্ত। গত ২রা নভেম্বর সন্ধে ছটার সময় সীমান্তে জমায়েত পর্যটকদের ভিড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় এক আত্মঘাতী জঙ্গি। ভারতের অমৃতসর ও পাকিস্তানের লাহোরের মাঝে এই ওয়াগা সীমান্তে সে সময় উপস্থিত ছিলেন বহু পর্যটক। পাঞ্জাব পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তরক্ষী, মহিলা ও শিশু মিলিয়ে বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৬০। আহত শতাধিক। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা পাক সরকারের। বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে সংবাদ সংস্থা মারফৎ জানা গিয়েছে, জুনদাল্লাহ গোষ্ঠীর মুখপাত্র আহমেদ মারওয়াত সংবাদ মাধ্যমে ফোন করে এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী কিছু জায়গায় পাক সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক অভিযানের বিরুদ্ধেই তাদের এই হামলা বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে গোয়েন্দারা বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখছে।

ফের গিনেসের পাতায় নিক

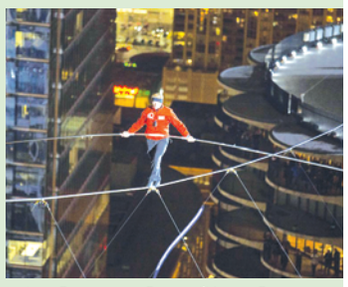

৩৫ বছরের মার্কিন নাগরিক নিক ওয়ালেন্ডা আরো একবার গিনেসের পাতায়। ২০১২ সালে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পেরোনোর পর সাড়া জেগেছিল গোটা বিশ্বে। এবার শিকাগো শহরের পশ্চিম মেরিনা সিটি টাওয়ারে গগনচুম্বী দুই বিল্ডিংয়ের মধ্যে কোনো রকম নিরাপত্তা ছাড়াই দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে তৈরি করলেন বিশ্বরেকর্ড। মাটি থেকে কয়েকশো ফুট উঁচু দিয়ে একবার নয়, হাঁটলেন দু–দুবার। প্রথম পর্যায়ে সাড়ে ৬ মিনিটে ১৮০–২০৫ মিটার উচ্চতা দিয়ে অপর প্রান্তের বিল্ডিংয়ে পৌছে সিড়ি দিয়ে নেমে আসেন বেশ কিছুটা। তারপর কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে মাটি থেকে প্রায় ১৬৫ মিটার উঁচু দিয়ে এবং এক মিনিটের কিছু বেশি সময় নিয়ে হেঁটে পৌছান আরো ৩০ মিটার দূরের বিল্ডিংয়ে। তার এই রেকর্ড উপস্থিত হাজারো দর্শকের সাথে সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে।

প্রতিম রাহা

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে গৃহহীনের সংখ্যা

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব মানচিত্রে একটি উন্নত দেশ। নানা তৎপরতার মধ্যে দিয়ে দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত দেশ হিসেবে টিকে থাকতে গিয়ে একের পর এক যুদ্ধের জন্ম দিতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে। আর এই যুদ্ধের খরচ মেটাতে হচ্ছে দেশের জনগণকে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যুদ্ধের খরচ জনগণকে মেটাতে গিয়ে অনেক মার্কিনী নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। এক হিসেব অনুযায়ী খোদ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে দুই লাখ চোদ্দো হাজার মানুষ গৃহহীন আছে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ বাস স্টেশনে, পরিত্যক্ত ভবনে, গাড়ি রাখার স্থানে এবং বিভিন্ন পরিত্যক্ত স্থানে নিজেদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। বাসস্থানের পেছনে প্রতিদিন খরচ হয় প্রায় দশ ডলার। এর মানে হল প্রতি সপ্তাহে খরচ হয় সত্তর ডলার। অথচ এই পরিমাণ অর্থ জনগণের উপার্জন নেই। অথচ এখনও জনগণকে কর দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭১ হাজার গৃহহীনের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। যে কারণে জনগণ অনেককেই ভ্যান অথবা রাস্তায় দিন কাটাতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক পরিবার আছে যারা গৃহহীন হয়ে জীবনযাপন করছে। যে পরিবার চার বেডরুমের একটি বাড়িতে থাকতেন। আর এখন ফেলে আসা জীবন তাদের কাছে অনেকটাই রূপকথা। কর এবং ব্যাঙ্কের দেনা মেটাতে গিয়ে একসময় তাদের বাড়িও বিক্রি করে দিতে হয়। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল গৃহহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অনেক সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হতে হয় জনগণকে। যেমন চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে গৃহহীনদের তেমন কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের এই গৃহহীনদের আবাসন সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের কথায়, দিনে দিনে গৃহহীনের সংখ্যা বাড়ছে। অবস্থা এমন হচ্ছে যে মানুষ মাশরুমের মতো ঘরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। যে স্থানে বিশজন মানুষ থাকতে পারে সেখানে গাদাগাদি করে ১২০ জন মানুষকে থাকতে হচ্ছে।

সুমন্ত ভৌমিক

শরীর নিয়ে কথা

সুস্থ থাকুন ঋতু পরিবর্তনেও

ডাঃ এস. কে. চৌধুরী

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনের ও শরীরের নানান ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। প্রচণ্ড গরমের পর ধীরে ধীরে শীত পড়তে শুরু করে। শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ ঠিক এই সময় দিনের বেলায় একটু গরম আর রাতের সময় সামান্য ঠান্ডার ভাব আসে পাখা চালালে ঠান্ডা, না চালালে গরম বোধ হয়। এই দুয়ের সন্ধিক্ষণে বেশির ভাগ মানুষ পাখা চালায় আর ঠিক তারপরে নাক দিয়ে সর্দি পড়া, হাঁচি ইত্যাদি নানান উপসর্গ আমাদের শরীরে দেখা দেয়।

ঠান্ডা পড়ার সাথে সাথে ঠান্ডা লাগা, হাঁচি, সর্দি, জ্বর, গলাব্যথা ইত্যাদিতে আমরা আক্রান্ত হই, ঠান্ডা লাগলে যে সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় ও তার জন্য যে সকল হোমিও প্যাথিক ঔষধ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হল।

রোগ লক্ষণগুলি যেমন :–

১. প্রচণ্ড হাঁচি, নাক দিয়ে কাচা জলের মতো সর্দি।

২. গা, হাত, পা ব্যথা শরীরটা ম্যাচম্যাচ করা, কিছুই ভালো লাগে না, অস্থিরতা।

৩. মাথা ব্যথা বা মাথা ভার হয়ে যাওয়া।

৪. অল্প অল্প জ্বর জ্বর ভাব।

৫. চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা

৬. জল পিপাসা থাকতে পারে নাও পারে।

৭. গলায় ব্যথা অনুভব করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি বিভিন্ন দিক নির্বাচন করে নিচের ওষুধগুলি প্রয়োগ করলে আশু নিরাময়ের সম্ভবনা থাকে– তথাপি সর্বদা ডাক্তারবাবুদের সাথে পরামর্শ ও যোগাযোগ অবশ্যই করবেন–জ্বর ১ দিনের বেশি থাকলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করাবেন।

কিছু সাধারণ ব্যবস্থা

১) এই সময়ে শিশুদের ১ চামচকরে ২ বার মধু ও তুলসীপাতার রস খাওয়াতে পারেন। ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে গরম জলে স্পঞ্জ বাথ দিলে ভাল হয়, উপকার পাবেন।

চিকিৎসা

১. নাক দিয়ে চোখ দিয়ে অজস্র কাচা জল পড়া, অনবরত অদম্য হাঁচি, পাতলা জলের মতো সর্দি স্রাব, সম্মুখ কপালে বেদনা

ওষুধ: এলিয়াম সেপা–৩০, বড়ি সাইজ ৩০ (৬–৮)টি বড়ি প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর ১ দিন খাবেন।

২. একটুতেই ঠান্ডা লাগে। এমনকি রাত্রে খালি গায়ে শুনে কিংবা চুল কাটলে পর্যন্ত ঠান্ডা লাগে। সর্দি হয় চোখ মুখ থমথম করে ও লালবর্ণ ধারণ করে, মাথা ভারি, মাথার দু ধারে দপদপানি–ব্যথা।

ওষুধ: বেলেডোনা ৩০ (৬–৮) বড়ি ২ ঘন্টা অন্তর।

৩. ঠান্ডা লেগেছে – নাক বন্ধ। নাক সেঁটে ধরেছে, তবুও নাক দিয়ে তরল সর্দিস্রাব, অত্যন্ত অস্থিরতা, অল্প অল্প অদম্য জলের পিপাসা–চোখ মুখের জ্বালার ভাব – জ্বর থাকতে পারে নাও পারে।

ওষুধ: আর্সেনিক এলব্–৩০ (৬–৮) বড়ি ৪ ঘন্টা অন্তর।

৪. ঠান্ডা লেগেছে সর্দি, মাথা ব্যাথা, মুখ তিত, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অনেকখানি জলের পিপাসা শুষ্ক কাশি, কাশলে বুকে শুচ ফোটানো ব্যথা

ওষুধ: ব্রায়োনিয়া ৩০ (৬–৮) বড়ি, ২ ঘন্টা অন্তর ১ দিন

৫. ঠান্ডা লেগেছে–তরল সর্দি, নাক দিয়ে কাঁচা জল, গলায় টাটানি ব্যথা, কোন দ্রব্য গিলতে কষ্ট, শীত শীত ভাব, শুষ্ক কাশি জ্বর জ্বর ভাব। ঝিমিয়ে থাকা পিপাসা থাকে না।

ওষুধ: জেনাসেমিয়াম ৩০ ২ ঘন্টা অন্তর।

৬. ঠান্ডা লেগেছে প্রচন্ড গা হাত পা ব্যাথা, গাঁটে গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা, ছটপটানি অস্থিরতা, পিপাসা শূন্যতা–জিভের ডগা লালবর্ণ

ওষুধ: রাসটক্স ৩০, ২ ঘন্টা অন্তর

এখানে একটি রোগীর বর্ণনা দেওয়া হল যিনি ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে ছিলেন

ঝুমা অধিকারি (মোঃ নং ৯০৫১৬০২২৫৯)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জোকায় বাস করেন আমার খুব পুরনো রোগী দীর্ঘ ২০ বৎসর হাঁপানি রোগে ভুগছিল প্রতি বৎসর শীতের শুরুতে ঠাকুরপুকুর ই এস আই হাসপাতালে ভর্তি হতে হোত। আমার চিকিৎসাধীনে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। গত ৩১–১০–২০১৪ রাত্রি ৮টার সময় টেলিফোন করে আমাকে বলছেন ডাক্তারবাবু আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে নাক চোখ দিয়ে প্রচন্ড জল বেরুচ্ছে হাঁচির জোরে আমার চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে–মাথা ভারি ও ব্যথা হচ্ছে আমি রোগীনিকে বললাম ঠাকুরপুকুরের চেম্বারে আসতে টেলিফোন–এ ওষুধ দোকানের সাহায্যকারী মহিলা ইতি দাসকে বললাম এলিয়াম সেপা ৩০ ও বেলেডোনা ৩০ দুটি ওষুধ ১ ঘন্টা অন্তর অর্থাৎ ৯–১০, ১১, ১২ খেতে দাও ও কাল সকালে চেম্বারে দেখা করতে বলো।

পরদিন সকালে আমার চেম্বারে এলে দেখলাম রোগীনি সম্পূর্ণ সুস্থ! সবাই ভাল থাকুন, অসুস্থ হলে ডাক্তারবাবুদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ক্রিকেট বিশ্বকাপের দামামা বাজছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর ঘুরলেই আরও একটি বিশ্বকাপের সম্মুখিন হবেন ক্রীড়ামোদী বিশ্ব। ফুটবল বিশ্বকাপের মতো সর্বজনীন আকার না নিলেও বিশ্ব ক্রিকেটের এই মহা আসরও কোনও অংশে কম নয়। এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে। অজি এবং কিউইদের দেশে ২০১৫ বিশ্বকাপের জন্য সব দলই মোটামুটি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বলাবাহুল্য তার মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের নাম। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য কাপ ঘরে তুলবে কিনা তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। যদিও এই মুহূর্তের পারফরম্যান্স অনুযায়ী কাউকেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বলে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের নামটাও যথেষ্ট আলোচিত হচ্ছে।

বিশেষ করে এটা মনে রাখা প্রয়োজন প্রথমবার ভারত কিন্তু বিদেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতেছিল। কপিল দেবের নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডের মাটি থেকে প্রুডেনশিয়াল কাপ ঘরে নিয়ে এসেছিল ভারত। এরপর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও একবার একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কাপ জেতার। কিন্তু ভারতের সেই বিশ্ব জয়ের আশায় ছাই ঢেলে দেয় রিকি পন্টিংয়ের অসাধারণ একটি ইনিংস। দেশের বাইরে ফের আরও একবার বিদেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়া নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরেছিল। সৌরভের সেই অধরা কাজ পরে সম্পূর্ণ করেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক মাহি।

গত বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে দেশের ঝাণ্ডা তুলতে সক্ষম হয়েছিল ভারতীয়রা। এর আগে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আরও একবার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের পারফরম্যান্স সেখানে আহামরি কিছু হয়নি। আজহার জমানার পর ভারতীয় দলকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সৌরভ এক মাইলস্টোন স্থাপন করেন। এরপর সেই ভিতের উপর ভর করে ভারতীয় দল একের পর এক বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় সফলতা পায়। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ছাড়াও ধোনির অধিনায়কত্বে টি-২০ বিশ্বকাপ এবং মিনি ওয়ার্ল্ড কাপও দখলে এনেছে ভারতীয়রা। এক্ষেত্রে অবশ্য একটা প্রবাদ বা আপ্ত বাক্য ভারতীয় ক্রিকেটে খুবই চালু। সেটি হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেয়েও মহেন্দ্র সিং ধোনির ভাগ্য অনেক সুপ্রসন্ন থেকেছে। শুধুমাত্র ভাগ্যের মাপকাঠিতে ধোনির কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। বরং বলা চলে ধোনির ক্যাপ্টেনশিপ জেতার অদম্য তাগিদ তৈরি করেছে টিম ইন্ডিয়ার মধ্যে। ধোনির নেতৃত্ব অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সফল তা নয়। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে তার টিমকে। যার অনেকটাই দায় দায়িত্ব বর্তায় ধোনির ওপর।

এমনও বলা হয় ভারতীয় বোর্ড তথা এদেশের ক্রিকেটের প্রবল ক্ষমতাশালী শ্রীনিবাসনের হাত ধোনির ওপরে থাকার জন্য তিনি অনেকদিন অধিনায়ক থাকতে পেরেছেন। যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সৌরভ। তাও টি-২০ খেলাতেও চেন্নাইয়ের দলের হয়ে একইরকম আগ্রাসী মনোভাব তুলে ধরেছেন ধোনি। তাঁর অভিধানে জয় ছাড়া দ্বিতীয় কোনও শব্দ নেই। এই কথাটা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে ধোনি অনুগামীদের মধ্যে প্রায়শই ঘোরাঘুরি করে। এহেন মাহি টেস্টে অনেক সময় ব্যর্থতার স্বাদ পেলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তার অধিনায়কত্ব প্রশ্নাতীত। আর এই অ্যাডভান্টেজ সঙ্গে নিয়েই আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড যাবে ভারত।

এই মুহূর্তে ভারতীয় টিমে যারা নিয়মিত সদস্য তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মধ্যে একক দক্ষতায় ম্যাচ জেতানোর বা মোড় ঘোরানোর ক্ষমতা রয়েছে। শিখর ধাওয়ান, অজিঙ্ক রাহানে, রোহিত শর্মা এবং সহ-অধিনায়ক বিরাট কোহলি নিজের মেজাজে থাকলে বিপক্ষ চুরমার হতে বাধ্য। কয়েকদিন আগেই যার নমুনা অনুভব করেছে শ্রীলঙ্কা। এই প্লেয়াররা শুধু যে ভারতের মাঠে ভালো খেলেন তা নয়, বিদেশের মাটিতেও পরীক্ষিত। তাই এই তরুণ ব্রিগেডের ওপর ভরসা করে আশা রাখতেই পারে ভারতবাসী পুনরায় বিশ্বকাপ জেতার।

গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন যুবরাজ সিং। তিনি হয়েছিলেন ম্যান দ্য সিরিজও। সেই যুবরাজ ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর ক্রিকেটের মূল গ্রহ থেকে খানিক দিনের জন্য বিচ্যুত হয়ে যান। পরে কর্কট রোগের প্রকোপ কমলেও ক্রিকেটের সেই ধার যুবরাজ এখনও পর্যন্ত ফিরে পাননি। ফলে অনুমান করা হচ্ছে, আগামী বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে তিনি থাকবেন না। যুবরাজের পরিবর্তে মিডল অর্ডারে কয়েকজন নতুন প্রতিভাকে প্রমোট করতে চান ধোনি। যাতে পূর্ণ সম্মতি রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। তাছাড়া মহম্মদ সামি আহমেদ, বরুণ অ্যারন, ইশান্ত শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন সম্বলিত বোলিং অ্যাটাকও কোনও অংশে কম নয়।

এখন দেখার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কতটা সরগড় হতে পারে টিম ইন্ডিয়া। অজিদের মাটিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের মহড়া মঞ্চ হতে চলেছে ভারতের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর। সাম্প্রতিক সময় অস্ট্রেলিয়া দল অত্যন্ত চাপের মুখে রয়েছে। পাকিস্তানের কাছে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে সিরিজ খোয়াতে হয়েছে। এর মধ্যে অজিরা আগামী ভারত সিরিজের আগে কতটা নিজেদের মেলে ধরতে পারে সেটা বড় প্রশ্ন। বিশেষ করে বিদেশের বাউন্সি পিচে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাহিল অবস্থা আমরা আগেও বহুবার লক্ষ্য করেছি। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে ধোনির নেতৃত্বাধীন দল কতটা তৈরি তাও দেখে নেওয়া যাবে সেই সময়। দ্বিতীয় বারের জন্য ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড সর্বপ্রথম দখলে আনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯-এ পরপর দু'বার কাপ জেতে ক্যারিবিয়ানরা। এরপর তাদের রেকর্ড ভেঙে দেয় অজিরা। বস্তুত অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া এবং রিকি পন্টিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্বকাপ একাধিকবার ঘরে তুলেছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীরা। এই মুহূর্তে অবশ্য মাইকেল ক্লার্কের টিম ততটা ভালো অবস্থায় নেই। তবে সিডনি, মেলবোর্ন বা পারথের পিচে ভারতীয় দল কতদূর যেতে পারে সেদিকে তাকিয়ে থাকবে ক্রিকেট বিশ্ব।

জমে উঠেছে আইএসএল

অর্পণ মন্ডল

দেখতে দেখতে প্রায় এক মাস হয়ে গেল আইএসএলয়ের। ভারতীয় ফুটবলের এই আধুনিক অবতারে যেমন পাওয়া যাচ্ছে একের পর এক চমক, ঠিক তেমনভাবেই ফুটবল মানের উন্নতিটাও চোখ এড়াতে পারছেনা কারুরই। যদিও অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি, তবুও ভালোমন্দ মিশিয়ে আইএসএল যে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ভারতীয় ফুটবলে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টুর্নামেন্টের মাঝপথে তাই একবার দেখে নেওয়া যাক এখনও পর্যন্ত আইএসএল এ কোনটা হিট আর কোনটা ফ্লপ।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক হিট লিস্ট

প্রচার: ভারতীয় ফুটবলকে প্রায় দেশের প্রতিটা কোণে পৌঁছে দিতে পেরেছে আইএসএল। চেন্নাই, পুনে, দিল্লির মতো জায়গা যেখানে মানুষ ফুটবলকে ভুলতে বসেছিল সেখানে প্রায় প্রতি ম্যাচেই মাঠ ভরে যাচ্ছে। আই লিগে প্রায় ৬০ শতাংশ ম্যাচে অর্ধেক মাঠ খালি থেকে যায় সেখানে উপচে পড়া নাহলেও বেশ ভালসংখ্যক দর্শক মাঠে আসছে। বহুদিন পর আবার মহিলা দর্শকরা মাঠে আসছেন। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে মোবাইল অ্যাপ সবক্ষেত্রেই নিজেদের দূরদৃষ্টিকে তুলে ধরছে নতুন এই টুর্নামেন্ট।

বিদেশি ফুটবলারদের পারফরম্যান্স: নিম্নমানের বিদেশিদের খেলা দেখে বিরক্ত হয়ে যাওয়া ভারতীয় ফুটবলের দর্শকদের কাছে আইএসএল নিঃসন্দেহে বিরাট প্রাপ্তি। অবসর নিয়ে নিলেও বেশিরভাগ বিদেশি ফুটবলাররাই অসাধারণ ফুটবল উপহার দিচ্ছেন দর্শকদের। কলকাতার গার্সিয়া, বোরহা, চেন্নাইয়ের এলানো, দিল্লির ডেল পিয়ারো, পুনের ত্রেজেগুয়ে সকলেই নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন। এদের পাশাপাশি অন্যান্য বিদেশিরাও ভারতীয় ফুটবলের হার্টথ্রব হয়ে উঠছেন দিনেদিনে। বিদেশি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাই আইএসএল ফ্রানচাইজি মালিকেরা বেশ কয়েক গোল দিয়ে দিয়েছেন আই লিগ দলের কর্তাদের।

ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্স: আইএসএলের সবথেকে বড় চমক হল ভারতীয় ফুটবলারদের খেলার মান বেড়ে যাওয়া। আই লিগ খেলা ফুটবলাররা কিভাবে রাতারাতি নিজেদের বদল ঘটালেন সে বিষয় এখন রীতিমত গবেষণার ব্যাপার। অর্ণব মন্ডল. দুর্গা বোরো, কেভিন লোবো, শুভাশিস রায়চৌধুরি, সুভাষ সিং, মিলাগ্রেস গঞ্জালেসরা ভারতীয় ফুটবলের পোষ্টার বয় হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যেই। টুর্নামেন্টের এই দিকটি কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতার পুনরুত্থান : বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল কলকাতার ফুটবল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। অথচ একসময় ভারতবর্ষের যেকোনও প্রান্তের দল মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গলের সাথে খেলার আগেই হেরে থাকত। আইএসএলে অ্যাটলেটিকো- দ্য- কলকাতার কল্যাণে বাংলার প্রতি সেই সমীহ আবার জেগে উঠেছে গোটা ভারত জুড়ে। ফুটবলের শহর কলকাতাকে এই প্রাপ্তিটা দেওয়া বোধহয় আইএসএল-কে এগিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করবে।

এবার একবার দেখে নেওয়া যাক ফ্লপ লিস্ট

যুবভারতীর মাঠ: সবথেকে খারাপ যদি কিছু হয়ে থাকে এই টুর্নামেন্টে তা হল যুবভারতীর মাঠ। নিম্নমানের এই অ্যাস্টোটার্ফের মাঠে খেলাটা ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠছে ফুটবলারদের। প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই এখানে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হচ্ছে খেলোয়াড়দের।

কিছু মার্কিদের ব্যর্থতা: মুম্বইয়ের লুংবার্গ, আনেলকা, নর্থ-ইস্টের কাপডেভিয়া, কেরালার ডেভিড জেমস, মাইকেল চোপড়ারা অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসলেও এখনও পর্যন্ত নিজেদের পুরানো খেলার ছিটেফোটাও দেখাতে পারেননি।

এবং কিছু প্রশ্ন : প্রতিযোগিতা সবে অর্ধেক পথ পার করলেও ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্ন উঠছে। যেমন ইউথ ডেভলপমেন্ট নিয়ে ফ্রানচাইজিদের ভাবনায় কিন্তু অনেক ধোঁয়াশা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া টুর্নামেন্টের পর সারা বছর দলগুলি কি করবে তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন ইতিমধ্যেই। সারাবছর না খেলার ফলে জনপ্রিয়তায় টান পড়তে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে। অবশ্য কয়েনের উল্টোদিকও রয়েছে। অনেকের মতে আইএসএল যদি সফল হয় তাহলে আই লিগ ই হয়ত নিজের অস্তিত্ব হারাবে।

তবে ভালো হোক বা খারাপ হোক আইএসএল কিন্তু ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।এর ভবিষ্যত কি হবে তা এখন বলা সম্ভব নাহলেও ফুটবলের ঘুমন্ত দৈত্য যে গা ঝাড়া দিচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকা যায়।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

দেশ নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ১০ নভেম্বর, ১৮৪৮

জাতীয়তাবাদের উদ্যোক্তা ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়ে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য

জন্ম : ১৩ নভেম্বর, ১৯১৩

ইংরেজ সরকারের পীড়ন নীতির প্রতিকারকল্পে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে প্রদ্যোৎ ও তাঁর অপর এক সহকর্মী গুলিবিদ্ধ করেন। পুলিশের হাতে ধৃত হলে পর প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়।

দেশনায়ক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

জন্ম : ১১ নভেম্বর, ১৮৮৮

জাতীয় নেতা। জন্ম মক্কায়। পরে পিতার সঙ্গে এসে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হন। সারাজীবন প্রায় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীন ভারতের তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর

মৃত্যু : ১১ নভেম্বর, ১৯২৩

উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্থান পত্রিকা' সম্পাদন করেন। পরে বার্লিনে গিয়ে 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বাধা পেয়ে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখেন। হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

চিরঞ্জীলাল শ্রফ

মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ১৯৭৭

স্বাধীনতা যুগে (চাচা) নামে পরিচিত চিরঞ্জীলাল শ্রফ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে অস্ত্রশস্ত্র লুট-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রফের এক আত্মীয় গ্রেপ্তার হলে শিশু শ্রফের উপর নানাভাবে হয়রানি ও অত্যাচার চলে। এই পরিস্থিতিতে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। কুখ্যাত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে ১৯৩০ সালের জুলাই থেকে ১৯৩১ সালের মে পর্যন্ত তিনি জেলে থাকেন এবং ছাড়া পাবার পর ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকেন।

আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

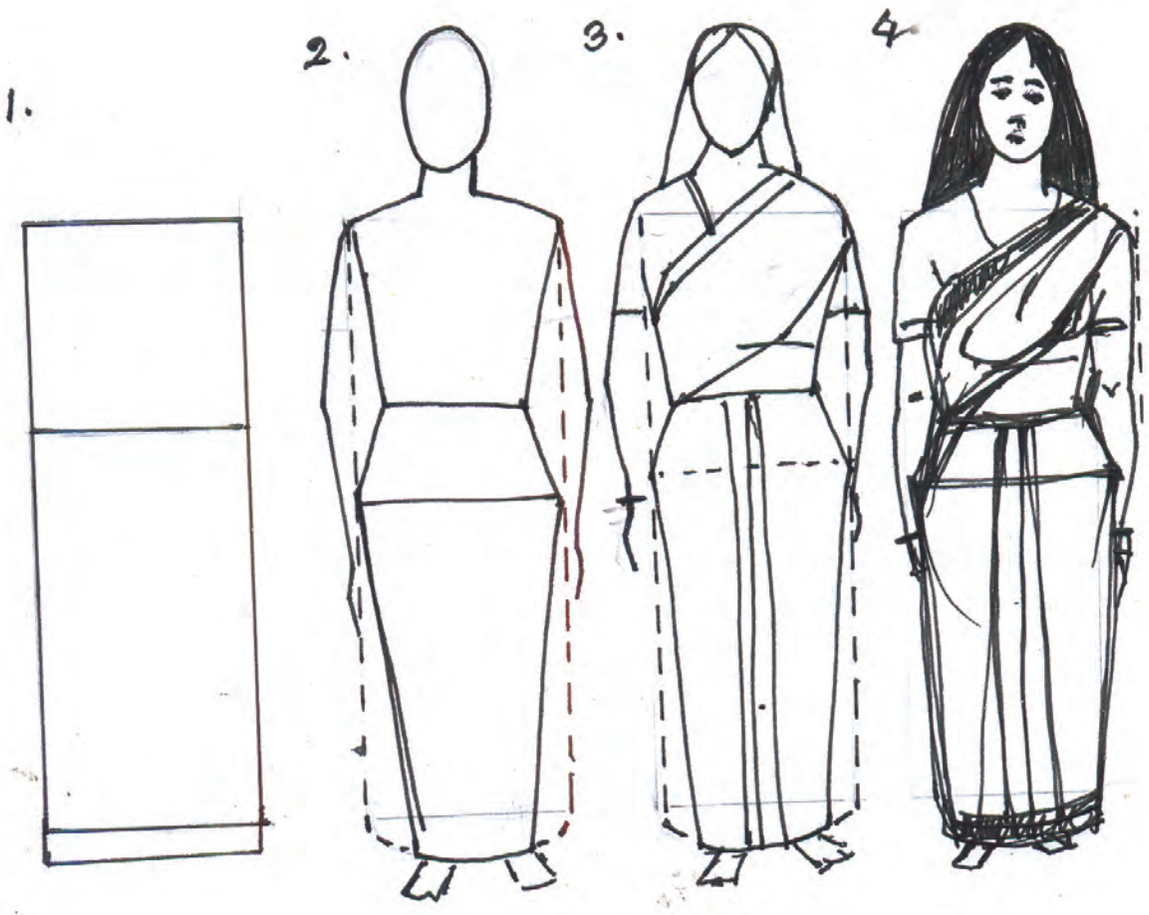

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

পিঁপড়ে

সুনীত হালদার

ঘরের মাঝে মিছিল চলে
কালো লাল পিঁপড়ে
ঠিকঠাক ফেললে না পা-
দিতেও পারে কামড়ে।

পায়ে পায়ে পা চলেছে
পায়ের মাঝে ফাঁক
একটুখানি সোজা হেঁটে
খোঁজে কেবল বাঁক!

সবাই মিলে লড়াই করে
আছে হরেক দাবি
খাবার দাবার ফুরিয়ে গেলে
আধ পেটা নয় খাবি!

সুযোগ পেলে গাছে ওঠে
থাকে মাটির গর্তে
বেঁচে থাকা বড়ই দায়-
বাঁধা আছে শর্তে!

সাদা সাদা ডিম পেড়েছে
তা দেয় না তাকে
বাঁচার জন্য বাঁচতে হবে-
লড়াই চলে সাথে!

পিঁপড়ে বড় স্বপ্ন দেখে
দখল নেবে দেশ
হাঁচি কাশি লেগেই আছে
বচনে এক শেষ!

রাস্তা এবার ছাড়তে হবে
ধেয়ে আসে হাতি
দাদু দিদা কেটে পড়ে
সামনে পড়ে নাতি!

পায়ের তলে চাপা পড়ে
যায় রে যায় প্রাণ
বাঁচতে গেলে গলা ছাড়-
প্রতিবাদী গান

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭৮১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭৮১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।